প্রথম ভাগ]   অক্টোবর ১৯১২   [প্রথম সংখ্যা।

সচিত্র পুস্তক।

শ্রীহিমাদ্রি কুমার চন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত।

প্রথম খণ্ড।

সূচি পত্র।

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার চৌধুরী কর্ত্তৃক এই সংখ্যা।
আন্দুল মৌরী হইতে প্রকাশিত।

[illegible] মূল্য বা [illegible] ১৷৹ } ষাণ্মাষিক বা ১ ভাগ সডাক ১৲ { প্রতি সংখ্যা ।৹ নমুনার মূল্য ৶৹, মাঃ ৴১৹

'অরুণে'র নিয়মাবলী।

১। অরুণ প্রতি ইংরাজি মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রকাশিত হইবে। ১৫ইর ভিতর কাগজ না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক অরুণ অফিসে জানাইবেন।

২। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট ব্যতীত পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না।

৩। পত্রাদি, প্রবন্ধ, টাকা, বিনিময়ে পত্র ও পত্রিকা সম্পাদকের নামে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কবে ছাপা হইবে বা কেন হইল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রতিলিপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। কারণ লেখা অমনোনীত হইলেও আমরা কাগজ ফেরৎ দিতে পারি না।

৪। প্রতি পত্রের সহিত গ্রাহক বা Advertiser Number পাঠাইতে ভুলিবেন না। নচেৎ আমরা পত্রের জন্য দায়ী হইতে পারি না।

৫। অরুণের ছয় মাসে এক ভাগ ও দুই ভাগে ১ খণ্ড বা বর্ষ পূর্ণ হয়। নমুনা বা প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ ডাঃ মাঃ ৴১০। ষান্মাসিক বা ১ ভাগ সডাক ১৲। বার্ষিক বা প্রতি খণ্ড সডাক ১॥০।

৬। দেখা করিবার সময় সকালে ৬—৯, বৈকালে ৪টা হইতে ৫॥০ টা। রবিবার আফিস বন্ধ।

শ্রীহিমাদ্রিকুমার চন্দ্র গুপ্ত।

সম্পাদক।

অরুণ কার্য্যালয়—৩২।৬ বিডন ষ্ট্রীট, ডফ্ হোষ্টেল। রুম নং ৫।

কলিকাতা।

প্রহ্লাদ।
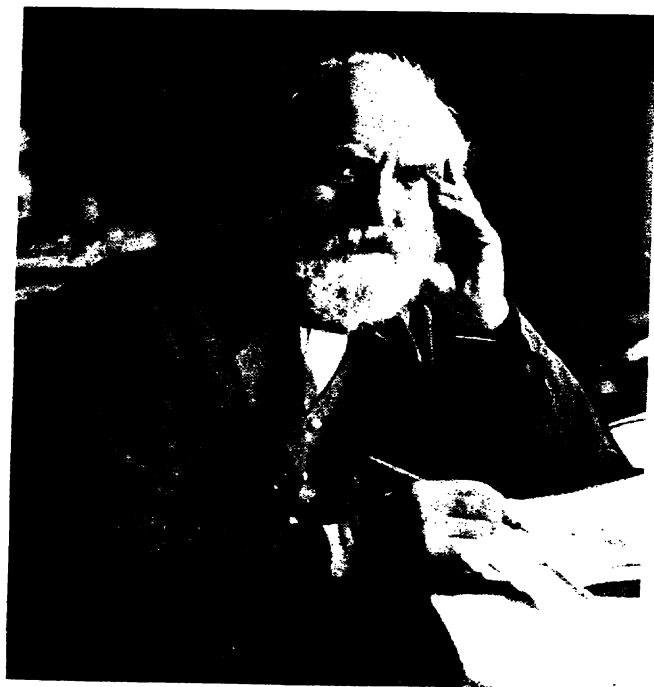
স্বর্গীয় উইলিয়ম ষ্টেড।

অরুণ।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং
বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রতাৎ ধনমাপ্নোতি
ধনাৎ ধর্ম্মঃ ততো সুখম্॥

প্রথম খণ্ড।

১ম ভাগ।] অক্টোবর ১৯১২। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

অনন্ত মূরতি প্রভু বিশ্বপতি
জ্ঞানের উৎস তুমি।
তোমার সকাশে জ্ঞানলাভ আশে
এসেছি করুণাস্বামি॥
দারুণ পিয়াসা বহিয়া অন্তরে
শীতল করিতে তৃষা,
ঘুরিনু চৌদিকে, এমরু ভিতরে
মিটিল না মম আশা।
পবন হিল্লোলে তরঙ্গ প্রবাহ
নাচিছে দেখিনু দূরে;—
বাঞ্ছিত সলিল উত্তপ্ত সিকতা
হায়গো অদৃষ্ট ফেরে॥

তৃষিত এ মরু মরিচিকাময়
অক্ষম দুর্ব্বল মোরা।
বিতরিছ তাই নির্ঝর আকারে
সলিল সুবাস ভরা॥
পেয়েছি সন্ধান যাবো নাক' আর
রহিব উৎস তলে;
জ্ঞান বারিধারা মাখিয়া অঙ্গেতে
শীতল হইব হেলে।
চাহি আশীর্ব্বাদ হে প্রভু তোমার
শীতল শিকর প্রাণে,
মিশিয়া যেনগো উৎস ছোটায়
মিলিতে তোমারি সনে।১॥

শ্রীচারুচন্দ্র নন্দী।

মিলন-মন্দির।

সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন মুসলমানদিগের সৌভাগ্য অস্তমিতপ্রায়। পূর্ব্বাকাশ ব্রিটিশের উদীয়মান তরুণতপনের লোহিত আভায় উদ্ভাসিত। রাজ্যসমূহ বিপ্লবে পরিপূর্ণ, সর্ব্বত্র অশান্তির ছায়া। ইহার মধ্যেও তখন কোন কোন স্থানে শান্তি বিরাজিত ছিল। হুগলিজেলার যে প্রান্ত ধৌত করিয়া কলনাদিনী গঙ্গা প্রবাহিতা, সেই প্রান্তে ঠিক গঙ্গার তীরেই বসন্তপুর নামে একখানি নাতিক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এ গ্রামে তখনও অশান্তির ছায়াপাত হয় নাই; এমন

কি গ্রামের অধিবাসিরা বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহাদির কোন সংবাদ রাখিত না। গ্রামেই তাহাদিগের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিল সুতরাং কাহাকেও গ্রামের বাহিরে যাইতে হইত না। গ্রামে সদ্‌ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া কৈবর্ত্ত, চাঁড়াল প্রভৃতিরও বসতি ছিল। জমিদার শ্রীহর্ষ রায় মহাশয় সাতিশয় অমায়িক লোক ছিলেন। প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিতেন। তৎপর পূজা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সমাগত প্রজাবৃন্দের অভাব অভিযোগের কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি ন্যায় পরায়ণ ছিলেন। সকলেই সুবিচার প্রত্যাশা করিয়া আসিত এবং আশানুরূপ, কখনও বা ততোঽধিক ফল প্রাপ্ত হইয়া গৃহে গমন করিত। ফলতঃ গ্রামস্থ সকলেই জমিদার মহাশয়ের সদ্ব্যবহারে প্রীত ছিল। শান্তিদেবী যেন বিপ্লবাদির ভয়ে এই গ্রামে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন।

এত সব সত্ত্বেও জমিদার দম্পতির মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না। প্রায় ২২।২৩ বৎসর হইল, একদিন অপরাহ্ণে তিনি সপরিবারে নৌবিহারে রত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ পশ্চিমাকাশে একখানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে উহা ভীষণাকার ধারণ করিল, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝড় ও মুসলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মাঝিরা প্রাণপণে নৌকা কুলের দিকে আনিতে লাগিল, আর দুইহাত মাত্র আনিলেই নৌকা তীরে লাগিতে পারিত কিন্তু হঠাৎ উল্টা বাতাসে নৌকা আরোহী সমেত জলমগ্ন হইল। সৌভাগ্যবশতঃ সে স্থানের জলের গভীরতা খুব অল্পই ছিল; প্রায় সকলেই ভিজিতে ভিজিতে তীরে উঠিলেন কিন্তু জমিদার মহাশয়ের যমজ পুত্রের একটিকে কিছুতেই পাওয়া গেল না। প্রথমতঃ তাঁহারা তীরে উঠিয়া একরূপ আশ্বস্ত হইয়াছিলেন কিন্তু যখন দেখিলেন

যে তাঁহাদের প্রাণপুত্তলিকাদিগের মধ্যে একটী নাই, তখন উচ্চৈ-স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। গৃহিণীর ক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনেক জাল ফেলা হইল কিন্তু ভগ্ন নৌকা বা জলমগ্ন শিশুর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। অগত্যা সকলে শূন্যমনে গৃহে ফিরিলেন। সেই অবধি জমিদার দম্পতির মনে শান্তি নাই।

(২)

যমজ পুত্রের অপরটীকে লইয়াই গৃহিণী মনকে প্রবোধ দিলেন। ইহার প্রতিই এখন দ্বিগুণ মাত্রায় স্নেহ মমতা হইল। পিতা মাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন প্রবোধকুমার; আদরে, যত্নে শিশু দিন দিন বড় হইতে লাগিল। পঞ্চমবর্ষে হাতে খড়ি হইল। বিদ্যা শিক্ষার জন্য জমিদার মহাশয় একজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত এবং তখনকার দিনে পার্শি শিখিতে হইত বলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত মৌলভিও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রবোধকুমার ক্রমে শৈশব হইতে কৈশোরে পদার্পণ করিল। কিন্তু জমিদার পুত্রদিগের সচরাচর পাঠে যেরূপ মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবোধকুমার সম্বন্ধেও তাহার কোন ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল না। প্রথম প্রথম প্রবোধকুমার শিক্ষকদিগের নিকট কোনওরূপে বসিত এবং কতক্ষণে শিক্ষক মহাশয় ছুটী দিবেন তাহার প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া কাল কাটাইত। অবশেষে এমন হইল যে শিক্ষক মহাশয়েরা পাঠের সময় প্রবোধকুমারের টিকিরও দর্শন পাইতেন না। সে সময় হয়ত প্রবোধ কাহারও বাগানে পেয়ারা গাছে, নয়ত কাহারও আমবাগানে নতুবা হয়ত পাড়ার অকাটমূর্খ সর্ব্বনেশে ছেলের দলে সিগারেট ধুমপানে রত। ক্রমে কৈশোর ছাড়াইয়া প্রবোধ যৌবনে পদার্পণ করিল, তাহার উৎপাতে গ্রামের লোক সন্ত্রস্ত হইল। কথা ক্রমে একটী একটী করিয়া জমিদার মহা-

শয়ের কানে উঠিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয়েরা প্রকাশ্যে জবাব দিলেন।

পুত্রকে শাসন করিবার মানসে জমিদার মহাশয় অন্দরাভিমুখে গমন করিলেন কিন্তু পুত্রের দর্শন পাইলেন না। পূর্ব্বে প্রবোধ পূর্ব্বে যদিও বা সমধিক সময় গৃহে অবস্থান করিত; কিন্তু এখন কেবল দুইবেলা আহারের সময় ছাড়া তাহার আর বড় একটা দেখা পাওয়া যাইত না। এমন কি কোন কোন দিন রাত্রিকালেও সে গৃহে আসিত না। ধুমপান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে পান দোষ ঘটিল। গ্রামে অকর্ম্মণ্য হীনচরিত্র যুবকের অভাব নাই, সেই সব লইয়া একটী দল গঠিত হইল এবং প্রবোধকুমার কর্ত্তৃক চালিত হইতে লাগিল। গ্রামে একটী সখের থিয়েটার বসিল, প্রত্যহ রাত্রে মজাদার অভি-নয়ের রিহার্সেল চলিতে লাগিল। জমিদার মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। গৃহিণী কহিলেন—সুন্দরী মেয়ে দেখিয়া ছেলের একটা বিবাহ দেও, তাহা হইলেও বা হয়ত ছেলে শুধরাইবে। কর্ত্তাও কতকটা সেই মতে মত দিলেন। শুভদিন দেখিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন, কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। অতঃপর প্রবোধকুমার একপ্রকার বাটী আসা ত্যাগ করিল।

(৩)

বসন্তপুর গঙ্গার যে তীরে অবস্থিত তাহার ঠিক অপরতীরে কিঞ্চিদধিক দশ ক্রোশ উত্তরে মহম্মদপুর নামে আর একখানি গ্রাম ছিল। এ গ্রামেও সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। গ্রামের নাম মহম্মদপুর হইলেও মুসলমানের বসতি একপ্রকার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে কেন গ্রামের নাম মহম্মদপুর হইল, কে এবং কবে ইহার নাম মহম্মদপুর রাখিলেন, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। গ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। প্রায় সকলেই, কেহ

বা ন্যায়শাস্ত্রে, কেহ বা স্মৃতিতে, কেহ বা ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। নীলকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রবিদ্ বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তিনি স্মৃতি, ন্যায়, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে এক বৃহৎ টোল ছিল, নানা দিগ্দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত, তিনিও যত্নের সহিত সুশিক্ষা দিতেন। তাঁহার অবস্থা তত স্বচ্ছল না হইলেও টোলে যে আয় হইত তদ্দারা এবং পৌরোহিত্য করিয়া তাঁহার দিন একরূপ সুখে ও শান্তিতে কাটিয়া যাইত। কিন্তু এক বিষয়ে তাঁহার মনে সুখ ছিল না, তিনি অপুত্রক ছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া জপ তপ করিতে-ছিলেন, নিকটে কেহই ছিল না। আজকাল যেমন গঙ্গাতীরে প্রায় স্থানে স্থানে নৌকা ও লোক সমাগম বেশী হয়, তখনকার দিনে তেমন ছিল না। গঙ্গাতীরের প্রায় অধিকাংশই জঙ্গলে পরিপুর্ণ ছিল। কেবল গৃহস্থের বাটী সংলগ্ন ঘাটের কিয়দংশ নিত্য ব্যবহৃত হইত বলিয়া পরিষ্কৃত থাকিত। তিনি সেখানে বসিয়া পূজা অহ্নিকে রত ছিলেন, তাহার উত্তরে বা দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশের ভিতর আর কোন ব্যবহৃত ঘাট ছিল না। একান্তমনে তিনি পূজা করিতেছেন, হঠাৎ তাঁহার কর্ণে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন কিন্তু তীরে কোন শিশুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পুনরায় সেইরূপ ক্রন্দনশব্দ। এবার তিনি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, নদীগর্ভে একখানি নৌকার ছই ভাসিতেছে, আর তন্মধ্য হইতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি আসি-তেছে। তাঁহার কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তিনি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া জলে নামিলেন, সন্তরণ করিয়া অতি সন্তর্পণে ছইটাকে তীরে টানিয়া আনিলেন এবং যাহা দেখিলেন তাহাতে একেবারে বিস্ময়-

সাগরে নিমগ্ন হইলেন। দেখিলেন, একটী কমনীয় শিশু ছইয়ের সহিত সংলগ্ন; শিশুর ঘুনসী ছইয়ের একটা বংশদণ্ডে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতেই শিশুর গাত্রে জলস্পর্শ হয় নাই, নতুবা এতক্ষণ শিশুর জীবন বিনষ্ট হইত। তিনি ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিলেন ও শিশুকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। পাঠক! শিশুটি কে, চিনিতে পারিলেন কি? ॥২॥

স্বর্গীয় শ্রীমনোরঞ্জন দাশ গুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববন্ধু। *

(স্বর্গীয় উইলিয়ম ষ্টেড্)

জগৎ স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে
ধরার 'পরে
কে তুমি মহান্ এসেছিলে হেথা
বিশ্ব তরে!
সারা নিখিলের ঋষিদের বাণী
জীবনে তোমার উঠিল কি ধ্বনি
সারা নিখিলের মানব বেদনা
বহিয়া শিরে
হে তাপস কোন সুদূর সাধনে
ডেকেছ কারে?

---

* আমরা প্রথমে কাগজের নাম "প্রহ্লাদ" রাখিয়াছিলাম কিন্তু ছবি ছাপাইবার পর কোন বন্ধুর নিকট হইতে শুনিলাম যে প্রহ্লাদ

কত না দেশে কত যুগে যুগে
এ দূর দূরে
হে বিশ্ব প্রেমিক আস দলে দলে,
কি ব্রত তরে !
সকল দেশের সমুখে দাঁড়ায়ে
সকল জাতির পতাকা ধরিয়ে
জানায়ে জগতে তোমাদের বাণী
জীবন ভরে
অজানা কোথায় যাও হে হেলায়
জগৎ পারে ?
অতীত বর্ম্মে আবরি' শরীর
পতাকা ধ'রে
অনাগত দূরে নয়ন রাখিয়া
পথের 'পরে
হে পথিক তুমি ছুটেছ কোথায়
আবাহন ধ্বনি ধ্বনিয়া ধরায়
মিলন মন্দিরে সকল জাতির
সুদূর দূরে
আজীবন তুমি ওহে নিরলস
চলেছ ধীরে ?

নামে ১টী কাগজ আছে ; তখন আমরা প্রহ্লাদ স্থানে "অরুণ" নাম দিলাম। ছবি আগে ছাপা হওয়ায় উহাতে "প্রহ্লাদ" লেখা আছে। ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।—অরুণ-সম্পাদক।

জগৎ জুড়িয়া উঠে হাহাকার

জীবন ভারে

স্বার্থ-কলহে দারুণ দৈন্যে

নিরাশা ঘোরে!

তাই কি আজিকে অযুত পরাণে

করুণ আপন মূরতি যতনে

অতল তলায় তলায়ে আঁকিছ

নয়ন নীরে

মরণের কোলে শয়ন লভিয়া

মানব তরে? ॥৩॥

শ্রীজগৎবন্ধু সোম চৌধুরী।

ক্রমো-লিথোগ্রাফ্।

যদি কেহ ইচ্ছা করেন তবে আগামী পূজার বন্ধের সময় অল্লায়াসে ও অল্পব্যয়ে একটী ক্রোমোলিথোগ্রাফ্ কল প্রস্তুত করিয়া প্রভূত আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। ক্রোমোলিথোগ্রাফ্, লিথোগ্রাফ্ প্রভৃতির ন্যায় একপ্রকার ছাপা। ইহা প্রস্তুত করিতে ॥০ হইতে ১৲ খরচ হয়। আপাততঃ ক্রোমোলিথোর তত চল নাই। তবে, প্রত্যেকেই ইহার একটী প্রস্তুত করিয়া সংসারের অনেক কাজে লাগাইতে পারেন।

ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি আবশ্যক হয় (১) Gelatin (জিলাটিন, ডাক্তার খানায় প্রাপ্তব্য) অর্দ্ধভরি

(২) Glycerine (গ্লিশারিন, ডাক্তারখানা) ৩ ভরি ও ফুল খড়ি ১ ভরি আবশ্যক হয়। কালীর নিমিত্ত মেজেণ্টার (একপ্রকার লাল রং) ২ ভরি ও স্পিরিট (না হইলেও তত ক্ষতি হয় না, এক প্রকার চলে) ৪ ভরি। এবং টিনের বাক্সের ঢাকুনির আকারে (৮″×১০″×১/২″ মাপে) একটী দস্তার বা স্পুণ্টুর পাতের ঢাকুনি চাই। দস্তার বা স্পুণ্টুর পাত না পাওয়া গেলে টিনের পাতেও চলে।

প্রথমে জিলাটিনগুলি পরিষ্কার করিয়া একরাত্র একটী বাটীতে ভিজাইয়া রাখিবেন। প্রাতে সেই ভিজা (ফোলা) জিলাটিনগুলি জল ফেলিয়া তুলিয়া দিন। তারপর একটী লোহার কলাই করা বাটীতে অল্প জল দিয়া জ্বালে চড়ান ও তরল আটার ন্যায় হইলে নামাইয়া রাখুন। এবং তাহাতে সেই ওজন মত গ্লিশারিন দিয়া নাড়িয়া রাখুন। এখন সেই ফুলখড়ি আনিয়া খিঁচহীন ভাবে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া লইবেন। সেই গুড়া হইতে মাত্র তিন আনা ওজন চূর্ণ সেই গ্লিশারিন মিশ্রিত তরল জিলাটিনে ঢালিয়া সেই বাটীটী অগ্নিতাপে চড়ান।

যখন দেখিবেন যে সেই বাটীর মণ্ডটী কাইয়ের ন্যায় ঘন হইয়াছে তখন উহা নামাইয়া লউন এবং সেই ঢাকুনিটী সমতল স্থানে রাখিয়া তাহার উপর মণ্ডটী ঢালিয়া দিন। ঠাণ্ডা হইলেই ছাঁচ প্রস্তুত হইল। এই ছাঁচে মধ্যে মধ্যে মরিচা ধরে কিন্তু আবার সেই পাত সহিত গরম করিয়া লইলেই নূতনের মত হয়।

৭ ভাগ জলে ২ ভাগ স্পিরিট ও ১ ভাগ মেজেণ্টার গুলিয়া লইলেই কালী প্রস্তুত হইল। এই কালী ছিপি আটিয়া ও "বিষ" লিখিয়া সাবধানে রাখা উচিত, কারণ মেজেণ্টারে বিষ আছে।

একটী নূতন কুইল বা ষ্টীল্ পেন দ্বারা বেশী কালী লইয়া একটী

কাগজে প্রয়োজনীয় বিষয় লিখিয়া বাতাসে শুকাইয়া লইতে হইবে। ব্লটীং ব্যবহার করিবেন না। লেখা শুকাইলে কাগজটী মণ্ডের উপর রাখিয়া সমতল ভাবে চাপ দিন এবং সাবধানে কাগজটী তুলিয়া লইবেন। দেখিবেন যে কলে লেখার ঠিক বিপরীত ছাপ লাগিয়াছে।

এখন এক এক খানা করিয়া সাদা কাগজ উহার উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে চাপিয়া তুলিয়া লউন। এই কাগজে হস্তলিপির ঠিক প্রতিরূপ লেখা উঠিয়াছে। প্রতিবারে ৫০ খানা ছাপা যায়। তারপর লেখা অস্পষ্ট হয়। তখন পূর্ব্ব লেখা মুছিয়া পুনরায় সেইরূপ উল্টা ছাপ লাগাইয়া লইতে হয়। সাবধানে রাখিলে এক কলে বহুদিন কাজ চলে।

এ কল আমাদের পরীক্ষিত। আগামী বারে গৃহে অল্পব্যয়ে বৈদ্যুতিক আলোক জ্বালিবার বিষয় কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল ॥৪॥

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার বি,এ।

ভারতে সার্ব্বজনীন শিক্ষা। *

ভূবনকোষে মনুজ-সম্প্রদায়ের যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, ভারতে তাহার সকলই বিদ্যমান। ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়, এই অবনী-মণ্ডলে আর এইরূপ দ্বিতীয় স্থান দৃষ্ট হইবে না যেখানে ভারতের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার বস্তু বিরাজমান রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি মাতার অশ্রুবারি অজস্রধারায় বিগলিত হইতেছে। পুত্রকন্যায় অসদাচরণে মাতৃদেবীর বাষ্পবারি বিগলিত হইলে কি আর ঐ হতভাগ্য

---

* ১৩১৭ সালে সখারাম গণেশ দেউস্কর স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

সন্ততির উদ্ধার আছে ? অচিরে নিরয়গামী হইতে হয়, তাহাদিগের বংশের সর্ব্বশেষ অনুস্মূচন ও এই গিরিকর্ণিকা হইতে চিরদিনের মত অপসৃত হইয়া থাকে। ভারতবাসী বর্ত্তমানে সেই পথের পথিক হইয়াছে, মাতাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়াও তাহার প্রতিকারের প্রয়াস পাইল না, সুতরাং অচিরেই ইহার পতন হইল এবং বর্ত্তমানে তাহারা ধ্বংশোমুখ হইয়া দিনপাত করিতেছে। দেবীর ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর প্রাপ্ত হইব যে—তাঁহার সন্তানদিগের ভিতর জ্ঞান চর্চ্চা নাই অর্থাৎ ভারতের জনসমাজ আজিও অজ্ঞান-তিমিরে বিচরণ করিতেছে। এই বিংশ শতাব্দীতে অবনীমণ্ডলের সর্ব্বত্র জ্ঞানচর্চ্চায় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, দিন দিন কত নব নব তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত নূতন নূতন পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। এইরূপ সুযোগ যে আর কখনও উপস্থিত হইবে তাহা আশাতীত—তাহাই বলিতেছি যে এখনও যদি ভারতবাসী একবার জাতি এবং বংশগৌরব পরিহার করিয়া ভারতের জনসমাজকে জ্ঞান-দান করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলেও ভারতবাসী উদ্ধার প্রাপ্ত হইবে নচেৎ অচিরেই বিনষ্ট হইবে।

জ্ঞানচর্চ্চাই মনুষ্যকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করে, জ্ঞানচর্চ্চা না থাকিলে মনুষ্য এবং পশুপক্ষীর ভিতর কোনও পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ইহার যে কত অশেষ গুণ তাহা বর্ণনাতীত। জ্ঞানচর্চ্চা থাকিলে মানসিক বলের যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হয় শারীরিক বলেরও সেই-রূপ উন্নতি সাধিত হয় এবং জ্ঞানচর্চ্চার অভাব হইলে ভূত প্রেত প্রভৃতি নানাপ্রকার কাল্পনিক বস্তুর প্রতি প্রতীতি জন্মে এবং সর্ব্বদা ইহাই মনোমধ্যে আন্দোলিত হয় যেন ঐ প্রেত সমুদয় সকল সময়েই আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছে ও আমায় ভীতি উৎপাদন করিতেছে। অনেকে এইরূপ আন্দোলন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়ে এমন কি অনেকের প্রাণবায়ুও বহির্গত হয়। জ্ঞানচর্চ্চার অভাব হইলে মনুষ্য এরূপ পশু জীবন লাভ করে যে তাহাদিগের মঙ্গল-সাধনে অগ্রসর হইলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করে না, এই প্রকার ধারণা করে যে, সে ব্যক্তি তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে আসিয়াছে এবং এই মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রাণনাশ করে। জ্ঞানের সম্যক্ চর্চ্চা না থাকিলে কোনও জাতি আপনার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে পারে না, নানাপ্রকার দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া থাকে। খাদ্যাখাদ্য কিছুই বিচার করে না এবং সেইজন্যই আমরা ইহা দেখিতে পাই যে ইতরসম্প্রদায়ের ভিতর নানাপ্রকার সংক্রামক ব্যাধি আশ্রয়লাভ করে। জ্ঞানচর্চ্চা না থাকিলে মনুষ্যজাতি নরবলি, পশুবলি, অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি অমানুষিক ক্রিয়াকলাপের সৃষ্টি করে এবং প্রফুল্লান্তঃকরণে ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিতে থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয় না যে পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চ্চার কিরূপ বহু পরিমাণে প্রয়োজন? তাহাই বলিতেছি "আর কাল-বিলম্ব করিও না, যাও, ভারতের সমগ্র নিম্নশ্রেণীর অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয় কুটীরে জ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বালিত কর।" ব্রাহ্মণজাতি ভারতের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন সত্য কিন্তু পক্ষান্তরে ভারতের সকল অনর্থই এই বিপ্রসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণকুলই এই বর্ত্তমান অনর্থের মূল, সেই প্রাচীনকালে যখন হইতে তাঁহারা নিম্ন-শ্রেণীকে জ্ঞানচর্চ্চা হইতে বঞ্চিত করিলেন তখন হইতে তাঁহাদিগের দ্বারাই ভারতের ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল, বর্ত্তমানকালে সেই বীজ বৃহৎ পাদপে পরিণত হইয়া ভারতের উপর যে ভয়াবহ অন্ধকার বিস্তৃত করিয়াছে তাহা সকলেরই অনুমিত হইতেছে। সেইজন্যই বলিতেছি হে ব্রাহ্মণকুল, পুরাকালে যে বীজ বপন করিয়াছিলে আজ তাহারা বৃহৎ বিটপীতে পরিণত, এক্ষণে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত

কর, নচেৎ ভারতের আর উদ্ধার নাই, না পারিলে বড়ই লজ্জার বিষয়।

জগতের এই নিয়ম যে জনক জননী বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকে বিদ্যাশিক্ষা দেন এবং প্রকৃত মনুষত্ব প্রদান করেন। তাঁহারা যদি পরবর্ত্তী পুত্রকন্যাদিগের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিবেন না, তবে কি তাহারা বিদ্যাশিক্ষা পাইবে না? না, তাহা, নহে, ঐ জ্যেষ্ঠ পুত্রটি তাহার কনিষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাগুলির জ্ঞানদানের ভার গ্রহণ করিবে, না করিলে তাহার আর পাপের পরিসীমা থাকিবে না, সকল বিদ্যাই তাহার স্মরণাতীত হইবে কারণ যে অন্তঃকরণে দান করিবার ইচ্ছা নাই বিদ্যাদেবী তথায় ক্ষণেকের তরেও বসবাস করিতে পারেন না; ভারতেরও বিদ্যাদেবী সেইরূপ মুহূর্ত্তকালের জন্যও বাস করিতে ইচ্ছুক নহেন। ব্রাহ্মণজাতি ভারতমাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্থান অধিকার করেন, এবং জ্ঞানধর্ম্মে সকল বিষয়েই জগতের শিক্ষাগুরু হইলেন কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগের অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের শিক্ষাদানে বিরত হইলেন, সুতরাং বিদ্যাদেবী তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং সেইজন্যই এক্ষণে বিপ্রজাতি অন্তঃসারহীন হইয়া দিনপাত করিতেছে। আপনি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিব, নানাপ্রকার পুস্তক অধ্যয়ন করিব, অপরকে উহা ভক্ষণ করিতে, পরিধান করিতে এবং অধ্যয়ন করিতে দিব না, তাহাদিগের উদ্যমের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইব, যাহাতে না হয় তাহার জন্য প্রাণপণ যত্নে চেষ্টা করিব, এই সকল কি মনুষ্যত্বের পরিচয়? শ্রেষ্ঠত্বের অঙ্গ? ব্রাহ্মণজাতির ভিতর এই ভাবগুলি প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই তাহাদিগের এইরূপ অধঃপতন হইল। ইহাদিগের পতনের আর একটি কারণ পরিলক্ষিত হয়, যাহা দিবার ক্ষমতা নাই তাহা কাড়িয়া লইলে মহাপাপে নিমজ্জিত হইতে হয়; বিপ্রকুলের

তাহাই হইল, তাহারা জনসাধারণের জ্ঞানচর্চ্চার বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল সুতরাং এই মহাপাপের নিমিত্তই তাহাদিগের এই মহতী বিনষ্টি সাধিত হইয়াছে।

ভারতের জনসামাজের মধ্যে জ্ঞানচর্চ্চার প্রচলন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, তাহাদিগের উন্নতি না হইলে কখনও দেশের লোকের নৈতিক জীবনের উন্নতি হইবে না এবং সেইজন্যই এখন পর্য্যন্ত পুর্ব্বোক্ত উদ্যমদ্বয়ের বিশেষ কিছু ফল দর্শিল না। তাহারা এতদিন অজ্ঞানতার তামসীনিশায় বিচরণ করিবার পর আপনাদিগকে অতি শীঘ্রই জ্ঞানালোকে প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইবে না, তাহারা মনে করে যে তাঁহাদিগকে এই ভাবেই জীবনযাপন করিতে হয়, উহার অন্যথা হইলে নিরয়গামী হইতে হইবে। তাহারাও যে জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিতে পারে, দেশের নেতৃবর্গের ভিতর আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে এ ধারণা তাহাদিগের নাই। এ সমস্তই তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনের ফল। ইহাতেই এই মহৎ উদ্যম হইতে ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, তাহারাও যে মনুজসম্প্রদায়ভূক্ত, তাহাদিগের মধ্যে যে মহতী শক্তি বর্ত্তমান, তাহারাও যে জ্ঞানে ধর্ম্মে দিন দিন উন্নতি-মার্গে অধিরোহণ করিতে পারে এবং তাহারাও সে মহত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারে ইহা তাহাদিগকে সুচারুরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে; ইহাতে তাহাদিগের নিমীলিত নয়ন অনেক পরিমাণে উন্মীলিত হইবে। বহুকাল অজ্ঞানতিমিরে বিচরণ করিবার জন্য তাহাদিগের অন্তঃকরণ নানাপ্রকার দুর্গতি ও দুরাচারের বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহাদিগের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ এবং ধর্ম্মোপদেশদানে এই দুর্নীতি এবং দুরাচারগুলি তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করিতে হইবে এবং ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শের মধ্য দিয়া উন্নতি লাভ

করাইতে হইবে কারণ বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা (ধর্ম্মে ও নীতিতে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে) জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি, যদি কোনও ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষায় যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে, অথচ মিথ্যাকথা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সকল দুষ্কর্ম্মই তাহার নিকট আশ্রয়লাভ করে তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত উন্নত ব্যক্তি বলা যায় না কিন্তু পক্ষান্তরে যদি এক ব্যক্তি বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ধর্ম্মে ও নীতিতে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত উন্নত ব্যক্তি বলা যাইতে পারে ॥ ৫ ॥ (ক্রমশঃ) শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

হতাশের আক্ষেপ।

সাঁজের দেউটী নিবেগেল ওগো !
(ঘোর) আঁধার ঘরের আলো,
কত সাধে গড়া সোণার প্রদীপ
আঁধারে মিলায়ে গেল।
কত ক্লেশ ক'র নিশিদিন ধ'রে,
গ'ড়েছিনু যেগো তারে ;
প্রথম নিশায় জ্বালিনু তাহারে
নিবিল ক্ষণেক পরে।
এইত নিশার প্রথম প্রবেশ
এখনো র'য়েছে রাতি,
ঘন আবরণে এখনি ঢাকিবে
আঁধার-কুহক পাঁতি।

এ আঁধার হেরি সভয়ে কাঁপিছে
ত্রস্ত হৃদয় মোর,
অজানা ভয়েতে আঁখির কোণায়
ঝরিছে অশ্রু-লোর।
পুনঃ সে প্রদীপ জ্বালিবার তরে
তৈল অহরি' আনিনু,
প্রদীপ ভাবিয়া আঁধায় গৃহেতে
সে টুকুও হায় ঢালিনু।
এখন দাঁড়ায়ে রয়েছি একেলা
আঁধার গৃহের কোণে ;
সাথী ছিল মোর সোণার প্রদীপ
নিবেছে আকুলি' প্রাণে।
সোণার প্রদীপ ! আশার প্রদীপ !
জ্বলগো আবার জ্বলো ;
দূর ক'রে দাও আঁধার কুহক
আঁধারে প্রকাশি' আলো ॥৬॥

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য।

ডাল-ভাঙ্গা ক্রোশ চারেক।

(ভ্রমণ বৃত্তান্ত)

(১)

তখন আমি কাজ করিতাম গোপালগঞ্জে। সেখানে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলাম। অত বড় স্কুল চালান বড় সহজ ছিল না। আবার তাহার উপর রোজ দশ্‌টা পাচ্‌টা স্কুল করা বড় ভালও

লাগিত না। কি করি, না করিলেও নয়, পেট চালান চাই। কাজেই সেই পূজায় ছুটী আর গ্রীষ্মের ছুটী ছাড়া আর কোন ভরসা ছিলনা। গ্রীষ্মও পাড়িয়াছিল বেশী কিন্তু ছুটীর তখনও হুকুম হয় নাই।

যাঁহা হউক কয়েক দিনের ভিতর স্কুল ছুটী দিয়া বাসায় আসিয়া ভাবিতে লাগিলাম ছুটীটা কি ভাবে কাটান যাইবে। এমন সময় অন্যান্য দিনের ন্যায় স্কুলের শিক্ষক রামবাবু, মহেন্দ্রবাবু, এবং ভূপেন বাবু আসিলেন। সকলের কাছে আমার মনের ইচ্ছা বলায় কথা হইল। ঠিক হইল যে ছুটীটা ভগলপুরে কাটান যাইবে। সেখানে আমার মামার বাসা ছিল। তাঁহার কাছে চিঠি লিখিয়া উত্তরের জন্য দুইটী দিন অসহ্য ভাবে কাটাইয়া দিলাম। উত্তর পাইলাম যে আমরা গেলে তিনি অত্যন্ত সুখী হইবেন। শুভস্য শীঘ্রম্। পাছে মত বদলাইয়া যায় এই জন্য আর দেরী না করিয়া পরদিন বেলা ১২ টার সময় ষ্টীমারে চড়িলাম। ষ্টীমার মধ্যে মধ্যে থামিয়া চলিতে লাগিল। আমরা দেতোলায় একখানা মাদুর বিছাইয়া চারি বন্ধুতে গল্প জুড়িয়া দিলাম। পয়সা কম লাগিবে বলিয়া, টিকিট কিনিয়াছিলাম তৃতীয় শ্রেণীর। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম যে Gladstone,—যে বলিয়াছিলেন 'Beeause there is no 4th class' আমারও সেই মত। আবার সেদিন কোথায় মেলা ছিল, সেই জন্য ষ্টীমারে আর লোক আঁটিতেছিল না। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনার ফল তখনই পাইতে হইল। শীঘ্র আমাদের তল্পী তল্পা গুটাইয়া মাদুরটা পাকাইয়া লইয়া কোন রকমে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। ভাবিলাম যে এক স্থানে নামিয়া আজিকার দিনটা কাটাইয়া দিই, কাল আবার সুখে যাইব। কিন্তু শীঘ্রই ভগবানের দয়া হইল। কতক্ষণপরে প্রায় সকলেই ষ্টীমার ছাড়িয়া নামিয়া গেলেন। তখন আবার মাদুর পাতিয়া লইলাম।

ষ্টীমার বনের মধ্যে দিয়া যাইতে যাইতে এখন সমুদ্রের কাছে আসিয়া পড়িল।

(২)

তখন সূর্য্য অস্ত যায়। আমরা ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ভোগ করিতে লাগিলাম। সে কি সুন্দর! পশ্চিম গগণ লোহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন অস্তমিত রবিকে ক্রোড়ে লইয়া ধরণী হইতে বিদায় লইতেছেন। অল্প অল্প করিয়া সূর্য্য ডুবিয়া গেল। তখন কি সুন্দর, যিনি না দেখিয়াছেন তাঁহাকে ভাষায় বুঝান যায় না। উপরে লোহিতাকাশ আর নীচে অগাধ জলে তাহার ছায়া। যেন ছবিতে আঁকা। আমি নিবিষ্ট চিত্তে তাহা দেখিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। তখন আমার মন আপনা আপনি তাঁহার চরণে নত হইয়া আসিল।

কতক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলাম তাহা জানিনা হঠাৎ শীত লাগায় আমার চেতনা ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম যে ষ্টীমার সেই সমুদ্রের ধার ছাড়াইয়া পুনরায় বনের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। আর অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে সেই বৃষ্টির জল লাগিয়া জামা ভিজিয়া যাওয়ায় শীত লাগিতেছে। কতক্ষণ পর একটা চড়ায় ষ্টীমার আটকাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ষ্টীমারের পরদাগুলি ফেলিয়া দেওয়া হইল কারণ খোলা থাকিলে রাত্রে বন হইতে বাঘ আসিয়া কাহাকেও লইয়া যাইতে পারে। সারেংকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে জোয়ার না আসিলে ষ্টীমার ছাড়িবে না। আর মধ্যে মধ্যে এরূপ হয়, কোন ভয়ের কারণ নাই।

আমরা তখন বাট্‌লার মহাশয়ের শরণাগত হইলাম। তিনি প্রত্যেককে এক এক ডিস্ ভাত ও fowl curry আনিয়া দিয়া আট

আনা করিয়া পয়সা বুঝিয়া লইলেন। আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলাম।

ভোজন শেষ হইতে হইতে জোয়ার আসিল ও আবার ষ্টীমার চলিতে লাগিল। পরদিন দিবা দ্বিপ্রহরে আমরা কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

(৩)

ষ্টীমার আরমেনিয়ান ঘাটে থামিলে আমরা ২॥০ টাকায় একটা গাড়ী ভাড়া করিয়া শ্যামবাজারে আমার পিসীমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিলাম। কারণ আমাদের আসিবার কথা ছিল না।

আমাদিগের ইচ্ছা ও সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও পিসীমার নিকট হইতে দুই দিনের পূর্ব্বে ছুটী পাইলাম না। এই দুই দিন বড় বড় মাছের মুড়া আর দৈ, সন্দেশের বংশ ধ্বংশ করিতেই কাটিয়া গেল।

যাহা হউক সোমবার সন্ধ্যায় লুপ মেলে রওনা হইলাম। যখন ভগলপুরে পৌঁছিলাম তখনও ভোর হয় নাই। আমরা কবে আসিব না লেখায় আমার মামা ষ্টেশনে কোন লোক পাঠান নাই।

আমার মামা খুব বড় উকিল ছিলেন, তজ্জন্য আর বেশী ভুগিতে হইল না। গাড়োয়ান নিজেই লইয়া গেল। আমার মামার নাম শ্রীঘনশ্যাম গুপ্ত।

আগেই বলিয়াছি যে যখন আমরা ভগলপুর পৌঁছিলাম তখনও সম্পূর্ণ ভোর হয় নাই। বাড়ী পৌঁছিয়া কতক্ষণ হাঁকাহাঁকি করার পর বাড়ীর দরোয়ান দুর্ব্বল সিং চোক মুছিতে মুছিতে দরজা খুলিয়া দিয়া গেল। বাড়ীর সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। আর কেহ ঘুমাইলেন না।

অল্প সময়ের ভিতর "ভোরের আলো, দেখা দিল', পূরব গগণে।"

আমরা হাত মুখ ধুইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলাম কারণ প্রশ্নের বর্ষণ রাত্রেই আমাদের উপর দিয়া শেষ হইয়াছিল।

যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন দেখিলাম যে বাহিরের ঘরে দুইজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। পরিচয় হইতে দেরী হইল না। একজন —কলেজের অধ্যাপক ও অন্য জন তাঁহার ছোট ভাই, Presidency কলেজের B. Sc. ক্লাসের ছাত্র। তাঁহারা দুই ভাইও আমাদের ন্যায় দেশ ভ্রমনে আসিয়াছেন। মামার বাসার কাছেই তাঁহাদের বাসা ছিল। যাইবার সময় তাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন যে দ্বিপ্রহরে তাঁহার বাড়ীতে গল্প করিতে যাইতে হইবে। আমরা সাদরে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। বড় ভাইয়ের নাম শ্রীদীনেশ-চন্দ্র সেন, (হিষ্ট্রীতে এম, এ) আর ছোট ভাই রমেশচন্দ্র সেন। (দ্বিপ্রহর তাহাদের বাড়ীতে গল্পে গল্পে কাটিয়া গেল।)

(৪)

একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা ছয় জনে ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ভ্রমণের সময় কথায় কথায় ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল যে আমাদের সকলেরই ইচ্ছা একবার ভগলপুরের বাহিরে Adventureএ যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার পর মামার নিকট এ কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকেও আমাদিগের সহিত যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া বলিলেন—"তোমরা যাইতে হয় যাও, আমাকে আর জড়াইও না। আমরা আরও দুই একবার অনুরোধ কয়িয়াও যখন তাঁহাকে সম্মত করিতে পারিলাম না তখন আমরাই যাইব ঠিক করিলাম।

এখানে আবার মিটিং বসিল। দিনেশ বাবু বলিলেন "চলুন মুঙ্গের যাওয়া যাক্"। মহেন্দ্র বাবু তাহাতে মত দিলেন! কিন্তু

আমরা ঠিক করিলাম যে উদয়কিষণগঞ্জে যাইতে হইবে। আমাদের ভোট বেশী থাকায় তাঁহারা দুই জনেই অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের মতে মত দিলেন।

দীনেশ বাবু একটু বয়সে বেশীছিলেন আর তিনি আমাদের মত অত হাল্‌কা ছিলেন না। তিনি বলিলেন "তোমরা ত' জান না উদয়-কিষণগঞ্জ কত দুর। ভুগে দেখ' একবার কি রকম গরম। তা আমার জন্য এক বোতল লেমন সিরাপ নিও।"

পরদিন আমরা সমস্ত দ্রব্যাদি জোগাড় করিতে লাগিলাম। দীনেশ বাবুর জন্য ১ বোতল লেমন সিরাপ আনিতে ভূলিলাম না।

তিনটী টুকরীতে জিনিস পত্র বাঁধিয়া মুটের মাথায় চাপাইয়া, দুর্ব্বল সিংকে সঙ্গে লইয়া ছয়জনে হাসিতে হাসিতে ষ্টেশন মুখে গেলাম।

উদয়কিষণগঞ্জ যাইতে হইলে বিহিরপুর ষ্টেসন হইয়া যাইতে হয়। আমরা টিকিট লইয়া গাড়ীতে চড়িয়া বিহিরপুরে পৌঁছিলাম পথে শুনিলাম উদয়কিষণগঞ্জ বিহিরপুর ষ্টেশন হইতে মোটে চারিক্রোশ তফাৎ। মনটা কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। Adventure এ যাইব তাহাও মোটে 'চারি ক্রোশ' ॥৭॥

শ্রীহিমাদ্রিকুমার চন্দ্রগুপ্ত।

(ক্রমশঃ)

স্বপনে শিক্ষা।

রমেশ বাবু হামিল্টনের দোকানের এখন বড় বাবু। বয়স তাঁহার প্রায় ৫৫ বৎসর। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পিতৃমাতৃহীন বালক রমেশ এই হ্যামিল্টনের দোকানে সামান্য ১৫৲ টাকা মাহিনায়

কেরাণী নিযুক্ত হন। এখন তিনি নিজ গুণে প্রধান বড় বাবুর পদে উন্নিত।

একদিন আফিস হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে তাহার সেই ৪০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা মনে হইল। তিনি মনে করিলেন "আমি এই ৪০ বৎসরে কত কাজ করিয়াছি তাহার অন্ত নাই। এই ৪০ বৎসরে দিনে ২৫টা কাজ হইলেও, অন্ততঃ ৩,৬৬,০০০ কাজ করিয়াছি। এখন আমার শ্রান্তি বোধ হইতেছে। আর কাজ করিতে পারি না!

রমেশ বাবু আর পর দিন কাজে গেলেন না। সাহেবের নিকট কোন পত্রও দিলেন না। সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন; তন্নিমিত্ত দরখাস্ত প্রাপ্ত না হইয়াও রমেশ বাবুকে কয়েক দিনের ছুটী দিয়া খাতায় লিখিয়া লইলেন। মনে করিলেন যে রমেশ বাবু দুই এক দিনের মধ্যে আবার কাজ আরম্ভ করিবেন।

(২)

রমেশ বাবু আজ আফিসে গমন করেন নাই। শরীরটা শ্রান্ত বিবেচনা হওয়ায় শীঘ্র আহার সমাপ্ত করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন ও অল্প সময়ের ভিতর নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

কতকক্ষণ পর তাঁহার মনে হইল যেন কিসের চিৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার ঘড়ির ভিতর হইতে এই চিৎকার উত্থিত হইতেছে এবং ঘড়ির ভিতর ঝগড়া হইতেছে। ঘড়ি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তাঁহার কৌতুহল হইল; তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন যে কাঁটা-গুলি ডায়লকে, ডায়াল চাকাগুলিকে, চাকাগুলি স্প্রিংকে এরূপ ভাবে একজন অন্য জনকে দোষ দিতেছে। হঠাৎ পেণ্ডুলাম কহিল "মহাশয়-গণ আপনারা কলহ ত্যাগ করুণ। আমার নিমিত্তই ঘড়ি বন্ধ

হইয়াছে। সত্য কথা বলিতে হইলে বলি যে আমি টিক্ টিক্ শব্দ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়াছি।” ডায়াল উত্তর করিল “কুঁড়ে কোথাকার”।

পে—ডায়াল মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন তাহা মুখে বলা অতি সহজ। আপনি সারাদিন আমার মাথার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া ঘরের ভিতর যাহা হয় তাহা কেবল দর্শন করেন আর আমরা পরিশ্রম করি। আপনার বোধ হয় ধারনাই নাই যে একটী ছোট অন্ধকার ঘরে সারাদিন এধার ওধার করিয়া শব্দ করা কিরূপ কষ্টকর।”

ডা—তা তোমারও ত একটী জানালা আছে।

পে—কিন্তু আমার দাঁড়াইয়া দেখিবার সময় হয় না। তাহা ব্যতীত প্রত্যহ একরূপ কাজ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি। আজ প্রাতঃকালে, আমি ২৪ ঘণ্টায় কতবার শব্দ করি তাহার গনণা করিতেছিলাম। কাঁটা মহাশয় আপনি বলিতে পারেন ?

কাঁটা—পারি ; কারণ আমাকে গনণা করিয়া কাজ করিতে হয়। মোট ৮৬,৪০০ বার শব্দ করিতে হয়।

পে—ঠিক তাই। যখন আমি দিনের সহিত মাস এবং মাসের সহিত বৎসর গুণ করিয়া দেখিলাম যে কোটী কোটী বার শব্দ করা হইয়াছে তখন শ্রান্তি বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিমিত্ত আমি বিশ্রাম লইতে বসিয়াছি।

ডা—পেণ্ডুলাম, আমি আশ্চর্য্য হইতেছি যে তোমার ন্যায় একজন কর্ম্মঠ ব্যক্তি কেবল বিবেচনা করিয়া শ্রান্তি লাভ করে। তুমি অনেক কাজ করিয়াছ সত্য কিন্তু তাহাতে কি তোমার কষ্ট হইয়াছে। তুমি ছবার শব্দ করিলে কি তোমার কষ্ট হয় ?

পে—কখনই না। আমি ছ'বার কেন ছয় শত বারের জন্যও বলি না, আমি বলি কোটী কোটী বার।

ডা—না ঠিক তাহা নয়। তোমার কি প্রতি মুহুর্ত্তে একবার শব্দ করিতে কষ্ট হয়।

পে—না।

ডা—তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে তুমি ত' আর এক দিনে কোটী কোটী বার শব্দ কর নাই। তুমি মুহুর্ত্তে একবারের অধিক শব্দ কর নাই; কেবল মুহূর্ত্তে তত কাজের কথা চিন্তা করিতেছ।

পে— তা'ত ঠিক।

পেণ্ডুলাম আবার চলিতে লাগিল। রমেশ বাবু দেখিলেন যে ঘড়িটা অল্প সময়ের ভিতর সমস্ত সময় ঠিক করিয়া লইল বরং কিছু দ্রুত চলিতেছে।

(৩)

এমন সময় রমেশ বাবুর বালক পুত্র সুকুমার আসিয়া তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া তুলিয়া দিল "বাবা, ওঠ, বেলা হ'য়ে গেল!" রমেশ বাবু সত্বর শয্যা তাগ করিয়া স্নানাহার করিলেন এবং যথা সময়ে আপিসে গেলেন। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সমস্ত বাকী কাজ শেষ করিয়া ফেলিলেন। বরং বেশী কাজ করিলেন। সন্ধ্যার সময় তিনি সাহেবকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। সাহেব শুনিয়া, বলিলেন 'বাবু ইহাই "স্বপনে শিক্ষা'? ॥৮॥

কুমারী শকুন্তলা চন্দ।

বঙ্গ সাহিত্যে রবিন্দ্রনাথ।

কত দেশ কত কাল ব্যাপিয়া জগৎ-স্রোত বহিয়া চলেছে! অসীম অজানা এই স্রোত অবিরাম বহমানা মানব জ্ঞান-বুদ্ধি-কল্পনার অতীত এই প্রবাহ জানি না সৃষ্টির কোন্ আদিম প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া সুদুর কোন্ অন্তহারা ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত ইহা

সমভাবে বহিতে থাকিবে! কত শশি-তপন তারকার সাথে, কত গ্রহ-কেতু-জ্যোতিষ্কের সঙ্গে, কত শত অসীম শূন্যে ঘূর্ণমান বিশ্বের সহিত আমাদের এ জগৎ এই উদ্দাম উত্তাল প্রবাহে প্রাণবান গতিবান হয়ে ছুটে চলেছে! কত যুগ যুগ ধরিয়া এই স্রোতে জগতের 'পর জলে স্থলে আকাশে অগণিত কত কি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছে— ক্ষণতরে ফুটিয়া ফুটিয়া হাসিতেছে—আবার কোন সুদূরে উধাও হইতেছে কে তাহা বলিতে পারে!

বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথও এই স্রোতে ভেসে এসে পূর্ব্ব ভারতে এই বাঙলায় জেগে উঠেছেন। একে একে দলের পর দল পাঁপড়ীর পর পাঁপড়ী ফুটে ফুটে আজ তিনি বিনাশের অসীম অঙ্গে পূর্ণতার সাথে মিলনের আশায় ছুটে চলেছেন! কত সুখ-দুঃখের আশা-নিরাশার, কত সত্য-অসত্যের আলো-আঁধারের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন-ফুল ক্রমবিকশিত হইতেছে! সাহিত্যের স্তরে স্তরে এই ফুটিবার ইতিহাস কত ঝ'ড়ে-পড়া শুকান' পাপড়ীর সাথে—কত নব নব বিকাশোন্মুখ দলের সহিত একই নীরব শয়নে শুইয়া আছে! আজ তাদের ঘুম ভাঙ্গায়ে দেখিবার বাসনা মনে জেগেছে—তাই এই চেষ্টা!

করুণ রক্তিম নয়নে তপন চলিয়া গেল। বিপুল ধরণী'পরে আলোকের শেষ-চুম্বন বিরহে-বিষাদে-ভয়ে কোথায় মিশায়ে বিলুপ্ত হইল। উদাসীন আনমনা কবি আজ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া বসিলেন। সুদূর "অনন্ত আকাশতলে" কে যেন ওই "কেশ এলাইয়া" "একাকিনী" বসিয়া আছে! বিপুল বিশাল অসীম তাহার মুরতি! আলোকের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্যামলা সুন্দরী ধরণীকে আপন "কোলেতে লইয়া" "মৃদু মৃদু গান গেয়ে" অসীম শূন্য-আসনে বসিতেছেন! অহো, কি অপূর্ব্ব মহান্ মিলন! স্নেহময়ী আঁধার-

জননীকোন সুদূর শেষহারা পথ বাহিয়া বাহিয়া স্বপন-মাখান' শ্রান্তি-তাড়ান' স্নেহের অঙ্কে স্থান দিতেছেন।

কবি আসিয়া তাহাকে বলিতেছেন ঃ—

"প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই ওই
নারিনু বুঝিতে
প্রতিদিন শুনিয়াছি আজো তোর ওই গান
নারিনু শিখিতে !"

কবিব কণ্ঠে আজ

মানব প্রাণের অজানাকে জনিবার শাশ্বত বাসনা বাণী রূপে জাগিয়াছে। আদিম কাল হইতে জগতে সন্ধ্যার আগমন-রহস্য অজ্ঞাত আঁধার-গুহায় চির নিহিত রহিয়াছে। মানুষ তাহাকে কত দিন কত কাল কত ভাবে ডাকিয়াছে, তবুও সে সন্তোষ জনক উত্তর পায় নাই। যদিও বিজ্ঞান তাহার সমস্যার এক মিমাংসা করিয়াছে, ভয়ে বিস্ময়ে সুষমায় ভীত মোহিত মানব-কল্পনা তথাপি নিরস্ত হয় নাই! যে সুদূর হইতে সন্ধ্যা আসিয়াছে,—কবির প্রাণও সেই সুদূরের "উদাসী প্রবাসী।" তাই আমরা শুনিতে পাই—

'অয়ি সন্ধ্যা, তোরি যেন স্বদেশের প্রতিবেশী
তোরি যেন আপনার ভাই!'

যে দেশে—

সন্ধ্যা জন্মেছে—ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হয়ে কত খেলা খেলেছে—শূন্য পথে জগৎকে ছুটিতে দেখিয়া আজ ছুটে এসেছে, কবির প্রাণ ও সেই একই পল্লীর প্রতিবেশী। তা' না হ'লে

"যখনি শুনে সে তোর স্বর
শোনে যেন স্বদেশের গান"

কেমন করে হবে?

কেনই বা.সন্ধ্যা আসিলে

"অমনি সে খুলে দেয় প্রাণ ?
আকুল ব্যাকুল হয়ে" কবির

প্রাণ কেবলি তাকে খুঁজে বেড়ায়। সন্ধ্যা তার গানের সহিত কত কি বহন করে আনে—তাহার সঙ্গীত ধ্বনিতে "যেন তার কত শত পুরাণ সাধের স্মৃতি আপনি ধ্বনিয়া উঠে !

কেন এমন হয় ? সন্ধ্যার অসীম আঁধার গহ্বরে কবির কি লুকান' রয়েছে ? সন্ধ্যার আগমনে—তাহার আঁধারের স্তব্ধ নিভৃত সঙ্গীতে কবির "পুরাণ' সাধের স্মৃতি" কেমন করেই বা বাড়িয়া উঠে ? একি শুধু কল্পনার চঞ্চল আবেগের স্বপন-মাখান' অলীক উচ্ছাস ?—ধরণী বক্ষে দাঁড়ায়ে সসীম মানবের অসীম অনন্তে আপন বিস্তৃতির বৃথা উপলব্ধি চেষ্টা ? ওই যে দূর শূন্যে অগণিত জ্যোতিষ্কলোক জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে—চারিদিকে কেবলি আঁধার—দিকহারা সীমা-হারা অতল আঁধার ! কবি বলিতেছেন

"ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল
হাসিত কাঁদিত ওই খানে !"

একি সত্য ? যদি আমাদের

আত্মা যুগে যুগে কল্প কল্প ধরিয়া বিশ্ব-ভ্রমণে ভ্রমিয়া বেড়ায়—কত বর্ণে কতরূপে কত বেশে লোক হইতে লোকান্তরে জগৎ-স্রোত সৃষ্টি লীলার অসীম তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আনন্দের সুদূর অভিষারে যাত্রা করে—তাহা হইলে ইহা হয় তো শুধু কল্পনা নয় ! সূর্য্যে চন্দ্রে, তারায় তারায় হয়তো মানব আত্মা ভ্রমিয়া আসিয়াছে। কবিও তাই নিশ্চিত না জানিয়াও বলিতেছেন

"বিজন গভীর রাতে ওই তারকার মাঝে
বসিয়া গাহিত যেন গান,

ওই খান হতে যেন জগতের চারিদিক
দেখিত যে মেলিয়া নয়ান।
ওই তারকার মাঝে॥ ৯॥

শ্রীজগদ্বন্ধু সোম চৌধুরী।
ক্রমশঃ

বন্ধুত্ব।

Ah! When our brightest prospects fade away,
And Hope shall cease her glowing hues to blush;
Then, when the bright illusive scenes decay
'Tis then we prove the blessings of a friend.

কল্পনামোহিনীমুগ্ধ মানব জীবনে
কিবা আছে শ্রেষ্ঠতর বন্ধুত্ব বিহনে?
সংসার অরণ্যে করে নন্দন কানন
পারিজাত পুষ্প শ্রেষ্ঠ বিমল আনন।
বিশাল মরুর মাঝে মরুদ্যান যথা।
পিপাসার্ত্ত পথিকের আশ্রয় সর্ব্বথা,
সংসার সাগরে মগ্ন দীন অভাগার,
ঝঞ্ঝাবাতে ভগ্নতরি, জীবন যাহার,
নিরাশায় পরিপূর্ণ, আশাহত প্রাণে
হতাশে চাহিয়া আছে স্বরগের পানে
বন্ধুত্বই একমাত্র তার আসাস্থল,
রতন পার্থিব শ্রেষ্ঠ মৃদুল অমল।
হিংসাদ্বেষ দ্বন্দপূর্ণ সংসার মাঝারে
স্বরগের সুধা মাত্র, প্রেমের আকারে॥১০॥

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সাহায্য।

আমরা ধন্যবাদের সহিত জানাইতেছি যে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ আমাদিগকে নিম্নলিখিতরূপ মাসিক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমরা ধন্যবাদের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে আমাদের বহু ছাত্র আমাদের কাগজের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমাদের অক্ষমতার জন্য তাঁহাদিগের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

দাতাগণের নাম——বাবু সুনীতিকুমার পাল, এম, এ ১৲; শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ রায় চৌধূরী ॥০; বাবু নরেন্দ্রনাথ বসু ॥০। বাবু উপেন্দ্র নাথ মান্না ॥০ ও বাবু কালীচরণ ফুকণ ॥০।

আমরা ধন্যবাদের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে স্কুলের ছাত্র বলিয়া বিষ্ণু প্রেসের—স্বত্বাধিকারী বাবু বিষ্ণুপদ দাস আমাদিগকে অতি অল্পমূল্যে কাগজ ছাপাইয়া দিয়াছেন। ॥১১॥

সমালোচনা।

প্রভাত। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বি.এ মহাশয় সম্পাদিত। ভাল ছাপা। লেখা গুলি বেশ সুন্দর যে সব অল্প বয়স্ক বালক বালিকার লেখা আছে তাহাও মন্দ হয় নাই। আশ্বিন মাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। "আমি" কবিতাটী বেশ সুন্দর হইয়াছে। সকলেরই এক এক খণ্ড পড়া উচিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ৵০। বার্ষিক ১৲। মফস্বলে ১।৵০। সম্পাদকের নিকট ৭৭।৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে প্রাপ্তব্য।

জাতিতত্ত্ব বারিধি। দ্বিতীয় সংস্করণ। পণ্ডিত উমেশ-চন্দ্র দাশ গুপ্ত প্রণীত। প্রায় ৫০০ পৃঃ। লেখা অতি গবেষণাপূর্ণ। প্রতি কথাই শাস্ত্রের উক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সকল জাতির বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। তবে বৈদ্য জাতির কথাই বেশী। মূল্য ২৷৷০ ; ভিঃ পিঃ তে ২৸৵০। ৪৫।৫ সিমলা ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ৷৷১২৷৷

নিয়োগিগণ।

প্রেসিডেন্ট।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রকুমার রায়, এম, এ। অধ্যাপক, স্কটীশ চার্চ্চেশ কলেজ।

ভাইস-প্রেসিডেন্টগণ।

শ্রীযুক্ত বাবু সুনীতিকুমার পাল এম, এ। অধ্যাপক, স্কটীশচার্চ্চেশ কলেজ। শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার, বি, এ।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপদ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক, স্কটিশ চার্চ্চেশ কলেজ।

সেক্রেটারী।

শ্রীহিমাদ্রিকুমার চন্দ্রগুপ্ত। স্কটীশ চার্চ্চেশ কলেজ। (ছাত্র)

এসিঃ-সেক্রেটারীগণ।

শ্রীজগবন্ধু সোম চৌধুরী	স্কটীশ চার্চ্চেশ কলেজ।	(ছাত্র)
শ্রীবিনোদবিহারী কুণ্ড	ঐ	ঐ
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী	ঐ	ঐ
শ্রীমলয়কুমার চন্দ্রগুপ্ত	গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল	ঐ
শ্রীযোগেশচন্দ্র সেন গুপ্ত	সেণ্ট্রাল কলেজ।	ঐ

প্রতি শনিবার সেক্রেটারীর বাড়ীতে এক একটী সভা হয়। তাহাতে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, সেক্রেটারী ও এসিঃ সেক্রেটারীগণ উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেকের নিকট হইতে প্রতি বিষয়ে এক একটী ভোট লওয়া হয়। ' এবং ভোটে যাহা নিষ্পন্ন হয় তাহাই ধার্য্য হয় ও তদনুসারে কার্য্য করা হয়। এই মিটিংএ প্রবন্ধাদি মনোনীত করা হয়। ॥১৩॥

অরুণ সম্পাদক।

অরুণের বিজ্ঞাপনের হার।

মাসিক—মলাটের ২য় পৃষ্ঠা ২৲ টাকা।

তৃতীয় পৃষ্ঠা ১৷৹ ও চতুর্থ পৃষ্ঠা ২৷৹ টাকা।

অন্যান্য সকল পৃষ্ঠা ১৲ টাকা।

পাঠ্য বিষয়ের শেষ ও ছবির আগের প্রতি পৃষ্ঠা ১৷৹ টাকা।

ত্রৈমাসিক———মাসিকের টাকার ৸৶৹ × ৩ মাস।

ষাণ্মাসিক———মাসিকের টাকার ৸৹ × ৬ মাস।

বার্ষিক———মাসিকের টাকার ৷৶৹ × ১২ মাস।

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা———পূর্ণ পৃষ্ঠার ৷৵৹ আনা।

সিকি পৃষ্ঠা———পূর্ণ পৃষ্ঠার ।৵৹ (৫ লাইন)

প্রতি লাইন—ছোট ⁄১৹, বড়——৵৹ আনা।

ছোট বড় মিশ্রিত ৵১৹।

দুই রঙ্গে এক রঙ্গের দ্বিগুণ মূল্য।

১। সকল বন্দোবস্ত সম্পাদকের সহিত 'অরুণ' কার্য্যালয়ের ঠিকানায় করিতে হইবে।

২। ১ মাস হইতে তিন মাসের বন্দোবস্তে সমস্ত মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

৩। বেশী দিনের বন্দোবস্ত করিতে হইলে অর্দ্ধ মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে। বাকী সেই মূল্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই দিতে হইবে নচেৎ মূল্য সাধারণ নিয়মে শেষ হইলে ছাপা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীহিমাদ্রি কুমার চন্দ্র গুপ্ত।

"অরুণ"-কার্য্যালয়।—কলিকাতা।

কলিকাতা—১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, "বিষ্ণু প্রেসে"
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

প্রথম ভাগ।] নবেম্বর ১৯১২। [দ্বিতীয় সংখ্যা

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

অরুণা

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্মঃ ততঃ সুখম্ ॥

শ্রীহিমাদ্রি কুমার চন্দ্রগুপ্ত সম্পাদিত

সূচিপত্র।

বার্ষিক মূল্য ১৲।] [প্রতি সংখ্যা বা নমুনার মূল্য ৵০।

'অরুণে'র নিয়মাবলী।

১। অরুণ প্রতি ইংরাজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ২৪ তারিখের ভিতর কাগজ না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক 'অরুণ' কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

২। রিপ্লাই কার্ড বা ডাক টিকিট ব্যতীত পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। ইন্‌সফিসিয়েন্ট পত্র গৃহিত হয় না।

৩। পত্রাদি, প্রবন্ধ, টাকা, বিনিময়ে পত্র ও পত্রিকা সম্পাদকের নামে নিম্ন ঠীকানায় পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কবে ছাপা হইবে বা কেন হইল না তাহা আমরা বলিতে পারি না। প্রতিলিপি রাখিয়া লেখা পাঠাইবেন। কারণ লেখা অমনোনীত হইলেও আমরা কাগজ ফেরৎ দিতে পারি না।

৪। প্রতি পত্রের সহিত গ্রাহক বা বিজ্ঞাপনদাতার নম্বর পাঠাইতে ভুলিবেন না। নচেৎ আমরা পত্রের জন্য দায়ী হইতে পারি না। দেখা করিবার সময় বৈকালে ৪ঠা হইতে ৫॥০ টায়। ছুটির সময় আফিস বন্ধ।

৫। নমুনা বা প্রতি সংখ্যার মুল্য ৵০ ডাঃ মাঃ ৴১০। বার্ষিক সডাক ১৲ টাকা। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও প্রথম হইতে কাগজ লইতে হইবে।

৬। ৫ জন গ্রাহক করিয়া দিলে ১ বৎসর বিনামুল্যে কাগজ অথবা কাগজের অর্দ্ধ মুল্য পাইবেন।

৭। বিজ্ঞাপনের হার পত্র দ্বারা সম্পাদকের নিকট জ্ঞাতব্য।

শ্রীহিমাদ্রি কুমার চন্দ্রগুপ্ত সম্পাদক।

অরুণ-কার্য্যালয়—৩২।৬ বিডন ষ্ট্রীট্‌, ডফ্‌ হোষ্টেল। রুম নং ৫।

কলিকাতা।

প্রথম খণ্ড।

কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩১৯।

১ম ভাগ।] নবেম্বর ১৯১২। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

তুমি হে আলোক তুমি হে জীবন
সমগ্র জগৎ মাঝে,
তুমি হে সহায় সকল সময়
মোদের সকল কাজে।
গগনে চন্দ্রিমা তোমার মহিমা
করিছে সদাই গান।
প্রকাশিতে তব স্নেহ দয়া ভার
সূর্য্য করে কর দান।

২

চাহি যেই দিকে পাই দেখিবারে
কীর্ত্তিত তব মহিমা,
সুনিল আকাশে তারাকারা হেসে
গাহিছে তব গরিমা।
প্রভাত গগনে যত পক্ষিগণে
উড়ি' গাহি' তব গান।
যত নরগণে তোমার চরণ
লইতে মাতায় প্রাণ!

শ্রীঅরু——

সরকার পরিবার।

প্রথম অধ্যায়।

"ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাডাম্, ড্যাম্" শব্দ হইতেছে। "ও কিসের শব্দ?" "চল না, একবার দেখা যাক্। শব্দ ত বেশী দূর হইতে আসিতেছে না; শব্দ অতি নিকটে।"

"উঃ—অত লোকজমা হইয়াছে কেন? সরকারদের বাড়ীতে বিয়ে নাকি? কিন্তু বিয়ের বাদ্য ত ওরকম নয়। কাঙ্গালী বিদায় কি?—না। অত লোকের মধ্যে সব কি কাঙ্গালী? ঐ যে বুটজুতা পায়ে কয়েকজন ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে? হাঁ—তাইত। হাতে এক এক গাছি ছড়িও আছে। আবার জুতাশূন্য অনেকে দাঁড়াইয়া সকলে একাগ্রভাবে কি দেখিতেছে। এই যে কয়েকটী ছেলে দৌড়িয়া যাইতেছে—উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতেছে—ব্যাপারখানা কি? আরে, দুইজন যুবকও যে দৌড়িতেছে কি হইতেছে যে এত দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটী। দেখা যাক্ ব্যাপারখানা কি?" দুইজন যুবক কথা বলিতে বলিতে হাঁটিতেছিল এখন তাহারা দৌড়াইতে লাগিল।

১ম যুবক। চল, চল, সব যে ফুরাইয়া গেল।

২য় যুবক। আরে, থাম হে, অত তাড়াতাড়ি যাইবার দরকার নাই। ফুরাইয়া যায় যাক্, আমি আর দৌড়াইতে পারি না।

১ম যুবক। তবে দৌড়াদৌড়ি করিয়া এতদূর আসিলে কেন? যদি এতদূর আসিলে, তবে আর একটু দৌড়াও, তাহা হইলেই ত, পৌছান যায়।

২য় যুবক। মেনে নিলাম আমিই সব করেছি। কিন্তু আমি আর দৌড়াইতে পারি না, তোমার সাধ থাকে ত দৌড়াও, আমি আস্তে আস্তে যাই।

১ম যুবক। তোমার এতক্ষণ সাধ ছিল! তুমিই আমায় ডাকিলে, ব্যাপারখানা দেখিবার জন্য দৌড়িলে, এতদূর হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিলে, আর কাছাকাছি হইল অমনি দেখিবার সখ্ থামিয়া গেল; বাঃ—বেশ ত'?

২য় যুবক। তোমায় পারিয়া উঠে কাহার সাধ্য। আমার সাধ্ ছিল সত্য কিন্তু আর যে দৌড়াইতে পারি না, আজ সমস্ত দিন হাঁটিতে হইয়াছে, তবে বাজ্‌নার শব্দটা কানে গেল, আর তোমাকে ডাকিতেই তুমি সারা দিলে, তুমি পাছে যাইতে না চাহ, সেইজন্য আমি দৌড়াইতে লাগিলাম। আমার দেখাদেখি তুমিও দৌড়াইতে লাগিলে, তবে আসিতে আসিতে তোমার সখ্ বৃদ্ধি পাইল, আর আমার সাধ্ আসিতে আসিতে কমিয়া গেল।

১ম যুবক। বাঃ বেশ কথা! যাক্, আমার আর কোন কথা বলিবার সময় নাই, এইত' আমরা আসিয়া পড়িয়াছি।

• ওদিকে দুইটা বালক পাঠশালার ছুটী হইলে বাড়ীতে গিয়া বইগুলি ডেস্কের ভিতর রাখিয়া খাবার খাইবার জন্য সন্দেশের আধ্খানা মুখের নিকট লইয়া গিয়াছে চর্ব্বণ আরম্ভ হয় হয়, এমন সময়ে "ড্যাম্, ড্যাম্ ড্যাম্, ড্যাডাম্, ড্যাম্" আর কি হাতের সন্দেশ হাতেই রহিল খাবার পড়িয়া রহিল, অমনি দৌড় বড় দিদি কাদু জিজ্ঞাসা করিল "তোরা খাবার ফেলিয়া কোথায় দৌড়িয়া যাইতেছিস্?" উভয়ে উত্তর করিল "আমরা মজা দেখিয়া আসি, তৎপরে খাইব।"

কাদু। "না, না, জলখাবার খাইয়া তবে দেখিতে যা। যা

পাঠশালা হইতে আসিয়া জলখাবার না খাইয়া সুরেন উপেন কোথায় যাইতেছে!

অন্য ঘর হইতে মা চীৎকার করিয়া বলিলেন,—ওরে, তোরা জলখাবার খাইয়া তবে বাহিরে যা কখন যে ফিরিয়া আসিবি তাহার ত' ঠিক নাই। হয়ত, আর খাওয়া হইবে না।"

সে কথা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল না। তাহারা দৌড়িল।

সুরেন, উপেন অপেক্ষা দ্রুত দৌড়াইতে পারে। ছুটিতে ছুটিতে উপেন পশ্চাতে পড়িল ও সুরেন কিছু অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। উপেনের ইচ্ছা নয় যে সুরেন তাহার অগ্রে অগ্রে যায়, এইজন্য বলিল "দাদা! অত দৌড়াইতেছ কেন? আমি যে দৌড়াইতে পারিতেছি না। চলনা এক সঙ্গে যাই।"

সুরেন। তুই দৌড়াইতে পারিস না বলিয়া আমি কি করিব? তোর ইচ্ছা হয় আমার সহিত আয়।

উপেন। অত দৌড়াইলে কেমন করিয়া পারিব? একটু আস্তে আস্তে চল। দাদা তোমার পায়ে পড়ি। এই সময়ে আরও জোরে বাজনা বাজিয়া উঠিল "ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাডাম্, ড্যাম্।"

সুরেন তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না, সে বাজনার শব্দ শুনিয়া বরং অধিকতর ছুটিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাজীকর।

এদিকে "ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাডাম্, ড্যাম্" ধ্বনি কর্ণকুহর ঝালাপালা করিতে লাগিল। তবে সকলের পক্ষে নহে। যাহারা ঐ শব্দে

উন্মত্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ঐ শব্দের মিষ্টতা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহারা আহ্লাদে হয়ত নৃত্য করিতে লাগিল, ভাবে গদগদ ও মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে সেই শব্দের দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। তাহারা বাদ্যশব্দে বিমোহিত প্রফুল্লিত, উল্লসিত, চিত্রার্পিত। তবে যাহারা সিনিক্স্ (Cynics) তাহারা ত কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, তাহাদিগকে বাদ্যযন্ত্র কি মধুরতা প্রদান করিবে? তাহাদের নিকট সকলই অম্ল, তিক্ত, কষায়, ঝাল, ও লবনাক্ত। সিনিক্স্ মহাশয়গণ যে কিসে সন্তুষ্ট হন্, তাহা বলা কঠিন। তাঁহারা নিজেরাও সন্তুষ্ট নন্, এবং কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে জানেন না। আত্মবৎ মন্যতে জগৎ তাঁহারা জলপানেও সন্তুষ্ট নন্, লুচি মণ্ডাতেও নহেন। পোলাও কালিয়াতেও সন্তুষ্ট নহেন মিষ্ট কথাও তাহাদের নিকট কটু, ভূমণ্ডলের সকল স্থানেই তাঁহারা নাক্ সিট্‌কাইয়া থাকেন। তবে বাদ্যযন্ত্রে তাহাদের দর্শনশক্তি অথবা শ্রবণশক্তি কি প্রকারে সন্তুষ্ট হইবে? তাহাদের ইন্দ্রিয় কি আছে?

যাহা হউক এখন দেখা যাক্। কেবল বাদ্যই হইতেছে না তাহার সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত আছে।

চতুর্দ্দিকে লোকসমূহ গোলাকার হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কাহারও আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি বাদ্যযন্ত্রের দিকে নাই; কারণ বাদ্যের কোনও বিশেষত্ব নাই, এবং যে বাদ্য বাজাইতেছে তাহার শরীরে চাক্‌চিক্য কিছুই নাই, রংদার বাহার কিছুই নাই, চেহারায় বাহাদুরী প্রকাশের কোন চিহ্ন নাই, তাহার শরীর উলঙ্গ বলিলেই হয় কেবল মধ্যদেশে, কিঞ্চিৎ বস্ত্র না পরিলে নয় তাই একটী মলিন বস্ত্র—গলদেশে কিঞ্চিৎ দড়ি সংযোগে একটী ঢোল। সে ঢোল বাঙ্গালীর চলনে বড় নাই। সে একপ্রকার ঢোল একহাতে একটী কাটী; অন্যহাতে ঢোল বাজাইতেছে "ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাম্, ড্যাডাম্, ড্যাম্" আহা যেন রণভেরী বাজিতেছে

কি মনোহর বাদ্য কিবা আকর্ষণী শক্তি—বাদ্য বাজিতেছে আর আনন্দ-লহরী নাচিয়া উঠিতেছে। যতই লোকের সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই সেই ব্যক্তি বাদ্যের রোল চড়াইয়া দিতেছে কেবল তাহাই নহে সেই ব্যক্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া গোলাকৃতি ভাবে নাচতে নাচিতে বাজাইতেছে। সরকার মহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য—আর দুইজন লোক, যাহারা মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান তাহারা দুইটী দিকে দুই বাঁশ পুঁতিয়া তিন হাত উচ্চে একগাছা দড়ি সংযোগ করিয়া সেই দড়ির উপর নাচিতেছে, দড়ি দোলাইতেছে। একজন দুলিতেছে, একজন বাজাই-তেছে ও চিৎকার করিতেছে—

"ভোজরাজার হুকুমে দেখ কি তামাসা।" আবার বলিতেছে "বাবুরা দেখুন—আশ্চর্য্য খেলা, ভোজবাজী, ভোজবাজী।" আঃ এতক্ষণে বোঝা গেল—চতুর্দ্দিকে গোলাকার হইয়া লোকে দাড়াইয়া বাঁশবাজী দেখিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীহরিদাস দাস এফ, আর, জি, এস,

ভারতে সার্ব্বজনীন শিক্ষা।

জনসমাজকে যেরূপ ধর্ম্মে ও নীতিতে উন্নত করিতে হইবে সেই-রূপ বিদ্যাশিক্ষায়ও উৎকর্ষ লাভ করাইতে হইবে, কারণ বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানচর্চ্চা ভিন্ন মনুষ্য কখনও মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না। বহুকাল হইতে তমোময় অজ্ঞানতাগহ্বরে বাস করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানচর্চ্চার প্রতি এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে যে তাহারা প্রথমতঃ এই অমূল্য দান গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না। তাহা বলিয়া যে এই

খানেই নিরস্ত হইতে হইবে তাহা নহে। বালকদিগকে পুরস্কার প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে, যুবক এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্কদিগকে তাহাদিগের পরিবার প্রতিপালনার্থ মুদ্রা এবং পরিচ্ছদ প্রভৃতির লোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইবে; এইরূপ করিলে ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধি হইবে। ইহাদিগের সকলকেই স্ব স্ব পরিজন প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সমগ্র দিবস ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। সুতরাং সকলের জন্য দৈনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইতে পারে না, বালকদিগের জন্যই দৈনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এখন এই প্রকারে দেশের সর্ব্বত্রই অবৈতনিক প্রথম শিক্ষার বিদ্যালয় Primary School স্থাপন করা কর্ত্তব্য, কারণ উহাদিগের এ প্রকার সচ্ছল অবস্থা নহে, যাহাতে তাহারা বেতন দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে পারে এবং ইহাও অনুমিত হয় যে তাহারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে না; সুতরাং বিদ্যালয় অবৈতনিক করা কর্ত্তব্য এবং এইরূপ করিলে ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যালয়গুলিতে প্রত্যহ নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে হইবে এবং অবকাশ অতি সামান্য থাকিবে (না থাকিলেই ভাল হয়); কারণ প্রত্যহ যদি তাহাদিগকে স্ব স্ব পঠিতব্য পুস্তকগুলিকে একবার করিয়া পাঠ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাদিগের একটি অভ্যাস হইয়া যাইবে। অভ্যাস এমন বস্তু যে যাহা প্রতিদিন করা যায় তাহা একদিন না করিয়া কিছুতেই থাকা যায় না এবং সেইজন্য অভ্যাসবশতঃ তাহাদিগকে প্রত্যহ অন্ততঃ একবার করিয়া ঐ পুস্তকগুলিকে পাঠ করিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাদিগের পাঠে মনঃসংযোগ হইবে না, সমগ্র সপ্তাহে যাহা পাঠ করিল

একদিনের অবকাশে তাহার সকলই বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সুতরাং ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে তাহাদিগকে কোনও ক্রমে অবকাশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মধ্যে মধ্যে সরল ভাষায় ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিতে হইবে কারণ বক্তৃতা শ্রবণেও অনেক সময়ে মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।

যিনি জনসমাজের মধ্যে শিক্ষা প্রচলণার্থ এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, "আমি উচ্চজাতীয়, ইহারা হীনজাতীয়, আমি ব্রাহ্মণ, আমি ইহাদিগের নমস্য, আমি জ্ঞানী, ইহারা মূর্খ" এই ভাবগুলি তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিতে হইবে। প্রেম ও সহানুভূতি লইয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে; প্রেমও সহানুভূতি দ্বারা লোককে যেরূপ বশবর্ত্তী করা যাইতে পারে আর কোনও প্রকারে সেইরূপ করা যায় না।

এক্ষণে নিম্নশ্রেণীকে সাহায্য করিবার একটি উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতের প্রায় সমগ্র নিম্নশ্রেণী উন্নতিলাভ করি-বার প্রয়াস পাইতেছে—তাহারা সকলেই জাতিতে উন্নত হইবার চেষ্টা করিতেছে; এই সময়ে তাহাদিগকে এই শিক্ষা দিতে হইবে যে আর সেই অন্ধকার যুগ নাই; এক্ষণে জাতিগত-গৌরবদ্বারা দেশের নিকট সমাদর প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বর্ত্তমানে কুলীন ব্রাহ্মণ অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে যে সেই জ্ঞানে ধর্ম্মে বিখ্যাত হইবে স্বদেশে পূজনীয় হইতে পারিবে। ভারতে কত ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, কিন্তু কয়জন ব্যক্তি দিনান্তে কতবার তাহাদিগের নাম করিতেছে আর কতবারই বা শূদ্রবংশোদ্ভূত মহারাজ অশোকের নাম করিতেছে, সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে সে অশোকের নামই অধিক বার উচ্চারিত হইতেছে। কেন হইতেছে? তাঁহার ধার্ম্মিকতার

জন্য। অশোক জাতিতে হীন হইয়াও তিনি কেবল ধর্ম্মপরায়ণতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

জনসমাজ শিক্ষিত হইলে একদিকে যেমন তাহাদিগের উপকার হইবে অপরদিকে তেমন আমাদিগেরও উপকার হইবে। আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে অনেক উচ্চ বিষয়ে সাহায্য প্রাপ্ত হইব। তাহারা ক্রমে ক্রমে সভ্যসম্প্রদায়ে পরিণত হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানচর্চ্চার সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে। তাহাদিগের মধ্যে হয়ত কেহ জগতের শিক্ষাগুরুর স্থান লাভ করিতে পারেন, জগদ্বাসী তাঁহার নিকট নানা তথ্য অবগত হইতে পারিবে. কিন্তু যদি তাহাদিগকে পূর্ব্ববৎ অজ্ঞানমোহে আবদ্ধ রাখা যায় তাহা হইলে এই এই জ্ঞানকুসুমটি বিকশিত হইতে পারে না। স্বকীয় সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতে পারে না—হায়! কি অমূল্য নিধিই নষ্ট হইয়া যাইতেছিল, হয়ত এইরূপ কত রত্ন কেবল জ্ঞানচর্চ্চার অভাবে স্বীয় প্রভায় জগৎকে উজ্জ্বল করিতে পারিল না। ইহা কি সামান্য অনিষ্টের কথা. জগতে একটি প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না আর আমরা এই প্রকারে এইরূপ কত শত রত্নের অপব্যয় করিতেছি। শিক্ষিত হইলে তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলিকে অনুসরণ করিয়া আপনাদিগের দেহ সুস্থ সবল রাখিতে পারিবে, তাহাদিগের দুর্নীতি ও দুরাচারগুলি বিদূরীত হইবে; তাহাদিগের অজ্ঞান-তমোময় হৃদয়াকাশে যে কুহেলিকাচ্ছন্ন ভানুমান উদিত হইবে তাহা ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া ধরিত্রীদেবীকে আলোকিত করিবে—জগদ্বাসী তাহাদিগের নিকট কত বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। ইহারা জ্ঞানধর্ম্মে উন্নতি লাভ করিলে ভারতের জনসমাজ সংখ্যায় বৃদ্ধি হইবে। যতদিন মনুষ্য অজ্ঞানতার সূচিভেদ্য অন্ধকারে বিচরণ করে ততদিন তাহাদিগকে "মনুষ্য" পদবাচ্য বলা যাইতে পারে না;

তখন তাহারা পশু শ্রেণীভুক্ত এবং যখন হইতে তাহাদিগের ভিতর জ্ঞানালোক প্রবিষ্ট হয় তখন হইতেই তাহারা মনুষ্য আখ্যার উপযুক্ত হইল; সুতরাং এক্ষণে তাহারা প্রকৃত "মনুষ্য" হইল; ভারতবাসীর কার্য্যক্ষেত্র পরিষ্কৃত হইল, তাহারা এক্ষণে এই নব্য সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া সৎকার্য্যে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে রমণীকুলেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। রমণীকুল শিক্ষিত না হ'লে কখনও জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই, বালক বালিকাগণ বাল্যকালে জননীর নিকট শিক্ষালাভ করে, যদি তাঁহারা শিক্ষিতা হন তাহা হইলে বাল্যকাল হইতেই সন্ততিগণের হৃদয়ে নানাপ্রকার সদ্গুণের বীজ উপ্ত করিতে পারিবে, শৈশবাবস্থা হইতেই যদি হৃদয়পটে সুন্দর মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে তাহা হইলে অনাগতকালে নিশ্চিত উহার ভাল ফলই ফলিবে মহাত্মা শাক্যসিংহ বলিয়াছিলেন— শুধু আপনি শিক্ষা করিলে চলিবে না, অপরকেও শিক্ষা দিতে হইবে পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ এই অমূল্য ব্রাক্যাদ অনুসরণ করায় তাঁহাদিগের যুগে শিক্ষার অতি উৎকর্ষ লাভ হয়। কিন্তু পরে এই মহামূল্য ব্রাক্যাদ্য পরিত্যাগ করায় ভারতের এই মহতী বিনষ্ট সাধিত হইয়াছে। পুনরায় ঐ মহাপুরুষের উদাহরণটি অনুসরণ করিবার সময় উপস্থিত। এইরূপ করিলেই ভারত পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে যে জ্ঞান মানবজীবন পরিচালনের সর্ব্বপ্রধান উপায়, যাহা ব্যতীত ধর্ম্ম, যুদ্ধ, সন্ধি কোনও কার্য্য সমাহত করা যাইতে পারে না, সেই জ্ঞান হইতে আর জনসাধারণকে বঞ্চিত রাখিও না। মহাত্মা শাক্যসিংহের উক্তিটি স্ব স্ব হৃদয়পটে অঙ্কিত রাখিয়া উহাদিগের জ্ঞানালোক-বিবর্জ্জিত হৃদয়কন্দরে জ্ঞানচর্চ্চার প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, দেখিবে ভারত তাহাদিগের সাহায্যেই, পুনর্ব্বার পূর্ব্বা-

বস্থা প্রাপ্ত হইবে—জননীদেবী অঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জ পূর্ব্বক পুনরায় ভারতবাসীর মুখোপরি করুণ দৃষ্টিপাত করিবেন - ভারত পুনরায় জ্ঞানে ধর্ম্মে জগতের চক্রবর্ত্তীর পদে অধিরূঢ় হইতে সমর্থ হইবে। (সমাপ্ত)

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মুক্তি।

লভিবারে মুক্তি,
চাহি শক্তি,
সাথে সাথে তার
চাহি ভক্তি।
শক্তি, ভক্তি, দুয়ে
মিলি সাথে,
খেলি কত খেলা
দিনে রাতে,
মানব-জীবনে
দেয় মুক্তি।

শ্রীসম্ —

কাচের উপর চিত্রাঙ্কন।

বৈদ্যুতিক আলো সম্বন্ধে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এবার হইল না। ভবিষ্যতে লিখিবার ইচ্ছা রহিল। এবার কাচের উপর কি করিয়া চিত্র অঙ্কিত করা যায় বা নাম ইত্যাদি লেখা যায় সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব।

প্রথমতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্য কয়েকটী সংগ্রহ করিতে হইবে। কিছু Calcium Fluoride (ডাক্তারখানা) একখণ্ড পরিষ্কার সাদা কাচ, একটু মোম, একটী সীসার ছোটবাটী ও কিছু Sulphuric acid (ডাক্তারখানা)। এর মধ্যে Calcium Fluoride ছাড়া অন্য সব জিনিষ যোগাড় করা অতি সহজ। সীসার একটী ক্ষুদ্র বাটী অল্প ব্যয়ে ও অল্পায়াসে স্বর্ণকার দ্বারা প্রস্তুত করান যায়। Calcium Fluoride বড় ডাক্তারী দোকানে পাওয়া যাইবে।

কাচখণ্ড চামড়ি দ্বারা সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করুন। তারপর ইহাকে একটু উষ্ণ করিয়া ইহার একদিকে মোম—ঘষিতে হইবে। তাহা হইলে এক দিকে মোমের বেশ একটা পরদার মত লাগিবে। ইহার উপর এখন ছুরির অগ্রভাগ বা ঐরূপ অন্য কিছু বস্তু দ্বারা কোন ছবি অঙ্কন করুন বা কিছু লিখুন। তাহা হইলে অঙ্কিত বা লিখিত যায়গার মোম উঠিয়া যাইয়া কাচ দেখা যাইবে।

সীসার বাটীতে কিছু Calcium Fluoride এর সূক্ষ্ম চূর্ণ রাখুন ও চূর্ণের প্রায় তিন গুণ Strong Sulphuric acid ইহার উপর ঢালিয়া দিন। (এক্ষণে বাটীটী উষ্ণ বালির উপর রাখুন) কাচের লিখিত বা অঙ্কিত দিকটী বাটীটীর উপর ধরুন। দেখিবেন যেন মোম গলিয়া না যায়। কতক্ষণ পরে কাচখণ্ড উঠাইয়া লইয়া তার্পিণ তৈল মিশ্রিত নেকড়া দ্বারা মোম উঠাইয়া ফেলিবেন। তখন কাচের উপরের লেখা বা ছবি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইবে।

কেন এরূপ হয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। Calcium Fluoride ও Sulphuric acid মিশ্রণে Hydrofluoric acid নামক এক প্রকার ধূম উৎপন্ন হয়। তাহার ধূমের এরূপ ক্ষমতা যে কাচের সংস্পর্শে আসিলে কাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। লিখিত বা অঙ্কিত অংশের কাচ বাহির হইয়া থাকে। ধূম সেই সব যায়গার কাচ ক্ষয় করে। অন্য অংশের

কিছুই করিতে পারে না। কারণ তাহা মোমে ঢাকা থাকে। ইহারই ফলে আমরা কাচ পরিষ্কার করিলে দেখি যে লেখা বা অঙ্কিত চিত্র বেশ সুন্দর দেখা যাইতেছে।

Hydrofluoric acid এর ধুম বিষাক্ত অতএব উহার খুব নিকটে শ্বাস গ্রহণ করিবেন না।

শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার বি,এ।

ফুলরাণী।

মধুর বসন্ত নিশি মধুর চাঁদের হাসি
তরঙ্গ তটিনী-বুকে ধীরে চলে যায়,
নীলাকাশে তারাচয় মরি কিবা শোভা পায়
হাসে সবে প্রাণ খুলি হেরি চাঁদিমায়।
চঞ্চল সলিলোপর হাসে কুমুদিনী
হাসে নানা জলফুল চারি পাশে তায়
নদী কুলে কুঞ্জমাঝে হাসি ফুলরাণী
মহানন্দে সমীরণে সুরভি বিলায়।

সেই কুঞ্জবন মাঝে মরি! বিমোহন সাজে
মর্ম্মর আসনে এক বালিকা রতন।
অপূর্ব্ব দেহের জ্যোতিঃ অধরে বিরাজে প্রীতি
খঞ্জন গঞ্জন নেত্রে শোভিছে অঞ্জন।
মালতি ফুলের মালা গল দেশে তার
নানা রঙ্গ বক্ষঃস্থল করিছে চুম্বন
কুসুম কুণ্ডল ওটী কর্ণ-অলঙ্কার
মৃণাল লাঞ্ছিত ভুজে কুসুম কঙ্কন।

কোটিদেশে ফুলহার পরাজয়ি স্বর্ণহার
প্রকৃতির অলঙ্কার মরি কি মোহন
ফুলের নুপুর পায় আহা কিবা শোভা পায়
চরণে কুসুম শোভে কুসুমে চরণ।
সজ্জিত বিবিধ পুষ্পে কুসুম বেদিকা
কুসুমে রচিত নব কোমল শয়ন
সুসজ্জিত স্তরে স্তরে সহস্র মালিকা
মরতে উদিত যেন নন্দন কানন।

সুনীল আকাশ তল সুনীল তটিনী জল
কুঞ্জবন সুশ্যামল উজল শোভায়
হরিতে ও নীলাভায় শ্যামল করেছে তায়
বালিকার রূপে বুঝি তরঙ্গ খেলায়।
তারকার মাঝে চন্দ্র ফুল মাঝে পরী
জল ফুল মাঝে শোভে কুমুদ ললনা
আকাশে সলিলে কুঞ্জে এক দৃশ্য হেরি
তিন প্রতিকৃতি যেন প্রভেদ বিহীনা।

শ্রীপঞ্চানন বসু (সংস্কৃত কলেজ)।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দ।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর। সমস্ত দিন অল্প অল্প ঝড় ও বৃষ্টি পড়িতেছিল। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই ঝড় ঝঞ্ঝাবাতে পরিণত হইয়া লিভারপুল বন্দরটীকে কাঁপাইয়া তুলিল। বিধি বুঝি আজ ইহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে জগত হইতে লুপ্ত করিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন।

এক এক দিকে এক একটী জাহাজ আপনাপন জীবন রক্ষায় রত। তখন "Cyprian" নামক একটী জাহাজও সেইখানে যাত্রি লইয়া রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ভিতরে কাপ্তেন Strachan গম্ভীর মুখে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে জাহাজের অন্যান্য কর্ম্মচারিবর্গ বসিয়া সেই ঝড়ের বিষয় আলোচনা করিতেছেন। এমন সময় একটী বালক সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া জাহাজে উঠিল। তখন একদিকে ঝড়বৃষ্টি ও অন্যদিকে ঘোর অন্ধকার তজ্জন্য কেহ আর তাহাকে দেখিতে পাইল না, জাহাজের ভিতর সকলে আপনাপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় কেহ তাহাকে লক্ষ্যও করিল না সে অনেকের পার্শ্ব দিয়া জাহাজের এক নিভৃত স্থানে আশ্রয় লইল।

(২)

প্রায় এক ঘণ্টা পর ঝড় বৃষ্টি কমিয়া গেল। সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। ষ্টীমার ছাড়িবার ঘণ্টা দেওয়া হইল ও Cyprian বন্দর ছাড়িয়া অল্প সময়ের ভিতর সমুদ্রে উপস্থিত হইল।

তথায় পৌঁছিয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে তাঁহারা কতদূর ভুল করিয়াছেন। পুনরায় ভীমবেগে ঝড় আসিয়া বিশাল বারিধিবক্ষ ভীষণভাবে আন্দোলিত করিতে লাগিল। জাহাজের পক্ষে অগ্রসর বা পশ্চাৎগামী হওয়া অসম্ভব হইল। জাহাজ সেই ঝঞ্ঝাবাতের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ অনুসারে অনন্ত জলধির ভিতর ক্ষুদ্র তৃণের ন্যায় চারিদিকে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাত্যাক্ষুব্ধ জলরাশি শুভ্র ফেণা লইয়া ভীষণবেগে পোতকে আক্রমণ করিয়া পোতারোহিগণকে সন্ত্রস্থ করিয়া তুলিল। কাপ্তেন তখন বসিয়া এক সম্মুখ অমঙ্গলের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেছিলেন।

(৩)

এরূপভাবে একটী ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ঝড়ের বেগ প্রশমিত না

হইয়া ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জাহাজ রক্ষা করা নাবিকগণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর জাহাজের একটী প্রধান অঙ্গ ভাঙ্গিয়া গেল ও সেইটী সারিতে সারিতে কলের অন্য একটী অংশ ভাঙ্গিয়া কলটী—অচল হইয়া পড়িল। কাপ্তেন তখন জাহাজের সমস্ত জীবনতরী ভাসাইয়া দিতে বলিয়া সকলে মিলিয়া একবার সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্ব-শক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।

জাহাজ ভাসিতে ভাসিতে একটী জলমগ্ন পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে প্রথমে আঘাতেই জাহাজ ডুবিয়া যাইবে সকলেই কোমরে Life-belt বান্ধিয়া লইলেন ও Captain এর জন্য একটী Life-belt রাখা হইল। সকলে একে একে নাবিয়া গেল—ও Captain যখন সেটী পড়িতে যাইতেছেন তখন হঠাৎ সেই বালকের ভীতপূর্ণ রক্তহীন মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বালকটী এই সময় লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলে Captain একমুহূর্ত্ত বালকটীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর বিনাবাক্যব্যয়ে সেই লাইফ বেল্ট কোমরে বান্ধিয়া তাহাকে সমুদ্রে লাফাইয়া পড়িতে বলিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিল। Captainও জলে ঝাঁপ দিলেন কিন্তু তাহার অমানুষিক শারিরিক শক্তিও তাহাকে এই বিশাল তরঙ্গপূর্ণ ঝটিকা ক্ষুব্ধ অম্বুরাশি হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি সমুদ্রের অতল গহ্বরে চিরদিনের নিমিত্ত শয্যাগ্রহণ করিয়া মানবকে আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন। তখন কোন এক অজ্ঞাত কবি গৃহে বসিয়া গাহিতেছিল।

মরে নাই আত্মা তার, কভু নহে যশঃভার
ধরিতে পারিবে আর রহিলে ধরণী।

ল'য়েছেন নিজ স্থানে ডাকি' সে মহৎ প্রাণে
সকলের মাতা যিনি বিশ্বের জননী॥

শ্রী———গুপ্ত।

সাথী।

কত দূরে, নীলে, সীমাহীন কল্পনা জগতে,
ঘোর অন্ধকারে, পাতালে, মৃদু জ্যোতিঃ আলোতে,
স্বরগে, নরকে, আছ তুমি ছায়াতে সাঁজের
তুমি হে 'ঈশ্বর', দেব! চির 'সাথী' যে মোদের।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী।

মিলন মন্দির।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৭ পৃঃ পর)

(৪)

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় হৃষ্টমনে গৃহাগমন করিলেন। গৃহিণী তখন রন্ধনশালায় পাকাদিতে নিযুক্ত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বাহির হইতেই বলিয়া উঠিলেন—গৃহিণী! কি আনিয়াছি দেখ। গৃহিণী বাহিরে আসিয়া সব শুনিলেন ও হাত বাড়াইয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া কহিলেন—আমাদের পুত্রাদি নাই, তাই ভগবান আজ দয়া করিয়া আমাদিগকে পুত্ররত্ন মিলাইয়া দিলেন। আনন্দের প্রথম বেগ কিছু নরম

হইলে পর প্রশ্ন উঠিল শিশু কোন্ জাতীয়? অজ্ঞাত কুলশীলকে কি প্রকারে লালনপালন করা যায়? গৃহিণী কাহলেন—শিশুর যেরূপ শ্রী দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে শিশু কখনও ব্রাহ্মণবংশ ভিন্ন অন্য কোন বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই। যাহা হউক আমাদের অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই হইবে কিন্তু শিশুকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। শিশুর কমনীয় কান্তি দেখিয়া উহারা নাম রাখিলেন সুদর্শন। সুদর্শন ভট্টাচার্য্য দম্পতীর যত্নে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং তাহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদর্শন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন।

(৫)

আজ বসন্তপুরে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। পথে, ঘাটে হাটে, মাঠে, সেই এক কথা। কথাটী এই জমিদার-নন্দন প্রবোধকুমার মাতার গহনার বাক্স ভাঙ্গিয়া, বহুমূল্য হীরকহার লইয়া পলায়ন করিয়াছে। সুরাই এই অধঃপতনের মূল। জমিদার মহাশয় লজ্জায় অধোবদন হইলেন, তিনি এরূপ কুলাঙ্গার পুত্রকে বিশেষরূপে শাস্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তখনকার দিনে পুলিশের এত সুশৃঙ্খলা না থাকিলেও গোয়েন্দার অভাব ছিল না। তিনি সহর হইতে একজন গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়া তাহার নিকট পুত্রের অবয়বাদির যথাযথ বর্ণনা করিলেন এবং ধরিয়া দিতে পারিলে ৫০০৲ শত টাকা পুরস্কার দিবেন এরূপ ঘোষণা করিলেন। আত্মীয়স্বজন সকলেই পুলিশের দ্বারা অনুসন্ধান বিসদৃশ, একথা অনেক করিয়া বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই জমিদার মহাশয়ের মন টলিল না, তাঁহার যে কথা সেই কার্য্য। গোয়েন্দা মহাশয় অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মহম্মদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময়ে সুদর্শন গঙ্গাতীরে বসিয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। গোয়েন্দা

মহাশয় সুদর্শনকে দেখিবামাত্রই চমকিয়া উঠিলেন। এত শীঘ্র যে শীকার মিলিবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। আহ্লাদে তাঁহার হৃদয় নাচিয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সুদর্শন ও প্রবোধ-কুমার যমজ সহোদর ছিলেন সুতরাং উভয়ের আকৃতিতে বর্ণগত কোন পার্থক্য ছিল না। গোয়েন্দা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সুদর্শনকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। সুদর্শন প্রথমতঃ কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন শুনিলেন যে হীরকহার চুরির অপরাধে তাঁহাকে বসন্তপুরের জমিদার মহাশয়ের নিকট যাইতে হইবে, তখন মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন যে আমি নির্দ্দোষ, এ আমাকে যেখানেই লইয়া যাউক, আমার কোন অনিষ্ট হইবে না। অতঃপর ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া গোয়েন্দার অনুবর্ত্তী হইলেন। যখন তাঁহারা শ্রীহর্ষ রায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন গোয়েন্দার ভুল ধরা পড়িল কিন্তু জমিদার মহাশয়ের মনে বড়ই খটকা লাগিল, তাঁহার মনে একটী শিশুর মুখ জাগরিত হইতে লাগিল। তিনি সুদর্শনকে নানারূপ প্রশ্ন করিলেন, অবশেষে নীলকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে সসম্মানে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন।

(৬)

বসন্তপুরে যখন এইরূপ কার্য্যের অভিনয় চলিতেছিল, মহম্মদপুরে তখন আর একটী ব্যাপার ঘটিল। যখন সন্ধ্যা হইয়া গেল, সুদর্শন গৃহে ফিরিলেন না, তখন বিদ্যালঙ্কার মহাশয় অতীব চিন্তিত হইলেন। তিনি সুদর্শনের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে হাটের মাঝে সুদর্শনকে পাইলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রবোধকুমার তখন সুরায় উন্মত্ত হইয়া হাটে বসিয়াছিলেন। অন্ধকারে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ঠিক করিতে পারিলেন না যে এ প্রকৃত সুদর্শন কি না। উভয়ের ঠিক এক চেহারা, কাযেই প্রবোধকেই সুদর্শন বলিয়া ঠিক

করিলেন। কিন্তু যখন সুরার গন্ধ পাইলেন তখন একেবারে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "বাছারে! তোর এমন দশা কে করিল।" তাঁহার মনে প্রতীতি হইল যে কেহ জোর করিয়া সুদর্শনকে মদ্যপান করাইয়াছে, নচেৎ সুদর্শন ত এ প্রকৃতির ছেলে নয়। তিনি প্রবোধকুমারকে লইয়াই গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। প্রবোধকুমারও তখন নেশায় বিভোর, বিনা বাক্যব্যয়ে বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। গৃহিণীও সুদর্শনের এই অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ঠিক সেই সময়ে জমিদার বাটী হইতে লোক যাইয়া উপস্থিত হইল। সে প্রবোধকে দেখিয়াই চিনিল এবং বলিয়া উঠিল এই যে জমিদার মহাশয়ের পুত্র এখানে। ভট্টাচার্য্য দম্পতি অতঃপর ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং প্রকৃত সুদর্শন যে নিরাপদে আছেন, ইহা জানিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তখন তিন জনে বসন্তপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

(৭)

যখন সকলে জমিদার গৃহে সমবেত হইলেন তখন সকল রহস্য প্রকাশিত হইল এবং জমিদার মহাশয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় প্রমুখাৎ সমস্ত শ্রবণ করিয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, সুদর্শন তাঁহারই সেই হারানিধি, তখন আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, জমিদার গৃহিণী আনন্দে মূর্চ্ছা গেলেন। চারিদিকে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। জমিদার মহাশয় প্রবোধকুমারকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন। গোয়েন্দাকে ৫০০৲ টাকার স্থানে ১০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইল, কারণ তাহা হইতেই এই সুখের পুনর্মিলন হইল। ভট্টাচার্য্য গৃহিণীকেও আনা হইল। মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, গরীব দুঃখিগণকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করা হইল। প্রবোধকুমারও সুদর্শনের সাহচর্য্যে চরিত্র সংশোধন করিলেন। জমিদার মহাশয় সেই থিয়েটারের

আড্ডা ভাঙ্গিয়া সেই স্থানে এক বৃহৎ অট্টালিকা প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। সুদর্শন অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যালয়ের নাম রাখা হইল মিলন-মন্দির। সমাপ্ত।

৺মনোরঞ্জন দাশ গুপ্ত।

উত্থান।

নিরাশ নয়ন মেলি'　　ঝাড়ি' ধরনীর ধূলী,
স্মৃতির দংশন ভুলি জেগে আজি উঠরে!
পূরব গগন কোলে　　নবীন কিরণ জ্বলে,
প্রভাত সমীর দুলে নিখিলে ছুটিছে রে!
বিহগ ধরেছে তান　　নদি-হ্রদে কল গান,
নাচিছে অযুত প্রাণ তবুও ঘুমাবি রে!
আহ্বান এসেছে তাঁর　　খোলরে হৃদয়-দ্বার,
ছিঁড়িয়া বাঁধন-হার নগন বেশে এস রে!
জগৎ জাগিয়া উঠি'　　যেথায় চলেছে ছুটি',
আনন্দ অমৃত লুটি' সেথা কি যাবিনারে!
হের ওই দলে দলে　　সমুখে সুদূরে চলে,
নিখিলে স্থলে জলে ডাকিছে তোমারে রে!
গগনে তপন-তারা　　কাননে শ্যামলী ভরা,
কত স্নেহ-প্রেম-ধারা সকলি টানিছে রে!
নিখিল হৃদয়ে বসি'　　কত সুরে ধ্বনি বাঁশি,
ডাকিছেন যিনি হাসি' তাঁরি তরে জাগরে!

শ্রীজগৎ বন্ধু সোম চৌধুরী

ডালভাঙ্গা ক্রোশ চারেক।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২২ পৃঃ পর)

(৫)

যখন বিহিরপুর পৌঁছিলাম তখন কেবলমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে। সেখানে সকলই নূতন; কাহাকেও চিনিনা।

যাহা হউক দুর্ব্বল সিং ৪৲ টাকা হিসাবে ৮৲ টাকা ভাড়ায় ২টী ছাপ্‌পরওয়ালা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিল। আমরা ত' কিছুই বুঝিলাম না। মাত্র চারি ক্রোশ তাহারই জন্য ৪৲ ভাড়া।

নিকটেই একটী হোটেল ছিল। তথায় কোনরূপে আহার শেষ করিয়া রওনা হইবার নিমিত্ত উপস্থিত, হইলাম। কিন্তু আমাদের নূতন দেশ দেখিবার ইচ্ছা গাড়ওয়ানের ভীতিপূর্ণ বাক্যে আপনাপনি, মনে জন্মাইয়া মনেই মুহূর্ত্তের ভিতর লয় পাইল। শুনিলাম—পথে বন পড়িবে তাহাতে বাঘের ভয় আছে।

কি করি উপায় নাই। মনটা দমিয়া গেল। অনেক কাকুতি মিনতির পর (মামার দোহাই দিয়া) সেই হোটেল ওয়ালা আমা-দের সহিত ৷৵৹ ভাড়ায় বারান্দায় একটুকু স্থান ছাড়িয়া দিয়া বিশেষরূপে বাধিত করিল। কথায় কথায় শুনিলাম যে উদয়কিষণ গঞ্জে যাইতে পরশু ১২টা বাজিবে। আমরা অবাক হইয়া গেলাম।

দীনেশ বাবুর কথা শুনিয়া আমরা গ্রীষ্মের ভয়ে মাত্র এক একটী পাঞ্জাবী সম্বল করিয়া আসিয়াছিলাম। রাত্রি যখন বারটা বাজে তখন এমন শীত করিতে লাগিল যে নিদ্রাদেবী আমাদিগকে বিনা বাক্যব্যয়ে ত্যাগ করিয়া জারাদেবীর হস্তে এক রাত্রির নিমিত্ত (মোরুসী পাট্টায়) সমর্পণ করিয়া লেপ কাঁথার নিকট প্রস্থান করিলেন।

আমরা কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে শীতের ঝাল ঝাড়িতে

লাগিলাম দীনেশ বাবুর উপর। দীনেশ বাবু কিছুই বলিতে পারিতে-ছিলেন না। কারণ তিনি গ্রীষ্মের ভয়ে আমাদিগকে আসিতে দিতেন চান নাই। আমরা তখন (কি করি?) কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমি বলিলাম ওহে ভুপেন, দীনেশ বাবুকে এক গ্লাশ লেমনসিরাপ দেওত হে, বড় গরম।

রাম নাহে, না ও'র মাথায় একটু বরফ দেও, যদি ঠাণ্ডা হয়।

এইরূপ ভাবে কথা চলিতেছে এমন সময় হঠাৎ সশব্দে দ্বার খুলিয়া হোটেলের অধিকারী আসিয়া প্রথমেই আরম্ভ করিয়া দিল। "কোথাকার লোক মশায়, দুপুর রাতে এত চিৎকার কেন। যদি দরকার হয় বাইয়ে গিয়ে চেচাও। তারপর ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয় আর কি? অনেক বলা কহায় ও আরও /• পয়সা বেশী দিতে স্বিকৃত হওয়ায় সে তখন ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু বলিলেন "যাক্ আপদ গেল। এই শীতে বাইরে গেলে কি আর র'ক্ষে ছিল; তা যা হ'ক বীরেন বাবু (আমার নাম শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন) দীনেশ বাবুকে দোষ দিবেন না। তিনিওত' শীতে কষ্ট পাইতেছেন। আর সেই কষ্টই হইল। কষ্ট হইত গরমে না হয় হইল শীতে।

আমরা মহেন্দ্র বাবুর কথায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিলাম। সকলেই শীতে জড়সড়। কতক্ষণ এইরূপ থাকার পর রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—

"প্রথম প্রহরে প্রভু ঢেঁকি অবতার
দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টঙ্কার
তৃতীয় প্রহরে প্রভু বেনিয়া পুটুলী
চতুর্থ প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলি।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। তবে বাড়ীওয়ালার ভয়ে হাসি ওষ্ঠেতেই প্রকাশিত হইয়া আবার মিলাইয়া গেল।

ভোর রাতে এত শীতবোধ হইতে লাগিল যে আমাদের Adc-ntureএর সুমধুর কল্পনা কুসুমেই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। স্থির হইল সকাল হইলেই আমরা বিহিরপুর ফিরিয়া যাইব। (ক্রমশঃ)

বঙ্গ-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতর পর)

"ওই তারকার মাঝে" বসে আমরাও গান গাহিয়া এসেছি—কি অপূর্ব্ব কথা! ওই নীলিম গগনতলে—ওই আলোকে ভরা অমানব ভাষায় সঙ্গীতে ধ্বনিত-করা জ্যোতিষ্ক সভায় আমরাও নিমেষহারা সভ্য ছিলাম। আমাদেরও "কত আশা, কত সখা, প্রাণের প্রেয়সী" "হোথা বুঝি ফেলে" বিশ্ব-ভ্রমণে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া আজ এই শ্যামল সুন্দর সুদূর ধরার কোলে জন্মেছি! তাই কি স্নেহময়ী ধরণীর কত ফলে ফুলে কত আলোকে বাতাসে জলে কত রূপে রসে স্পর্শে গন্ধে অবিরত নির্ঝরিত স্নেহধারা পান করিয়াও আমাদের—

"প্রাণ বুঝি তাহাদের কাছে
আর বার ফিরে যেতে চায়!"

হায়, উর্দ্ধের ওই সৌন্দর্য্য প্রেমের চির বাসর-ভূমি নীলিম প্রাঙ্গণে "আর বার ফিরে" কেনা যেতে চায়? কেই বা অনিমিক্ নয়নে কোন্ অজানা-অচেনার অনাদি রূপের বসন-হারা বেশ দেখিতে দেখিতে জ্যোতিস্ক দলের সহিত আকাশ জুড়িয়া তাঁহার নৈশ বন্দনা-গান গাহিতে কামনা করে না?

দিনে তপনের দীপ্ত তাপে যখন মানুষ আপনাকে ক্ষুদ্র করিয়া, সঙ্কীর্ণ করিয়া সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে তখন সাধারণতঃ আমরা নিজেকে ও বিশ্বকে সমগ্রভাবে দেখি না। দিনের আলোকেই আমাদের দীনতা ও ক্ষুদ্রতা, বিশ্বের বিনাশ এবং বিকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত খুঁটিনাটির সহিত মানুষের নয়ন গোচর হয়। কিন্তু সন্ধ্যার ভুবন ভরা আঁধারেই [illegible] নিখিল বিশ্বের সহিত আপনাদের যোগ অনুভব করি। ধূ ধূ ঊর্দ্ধ তখনই শুধু শূন্য নহে। ওই দেখ সেখানে গণনা-হারা কত তারা জ্যোতিঃ বাজি বিকীরণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার আঁধারেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণ যখন বিশ্বময় প্রসারিয়া যায় তখনই অনাদি অতীতের বিস্মৃত স্মৃতির আভাষ সকল "দলে দলে প্রাণেরে ঘেরিয়া চারি পাশে" জাগিয়া উঠে। তাই তিনি সন্ধ্যারে আঁধার পাখা মেলিয়া ভুবনে নামিতে দেখিলে বলিয়া উঠেন,—

"কত না পুরাণ' কথা, কত না হারাণ গান
কত না প্রাণের দীর্ঘশ্বাস
সরমের আধ হাসি সোহাগের আধ বাণী
প্রণয়ের আধ মৃদু ভাষ
সন্ধ্যা, তোর ওই অন্ধকারে
হারাইয়া গেছে একেবারে।"

আবার জিজ্ঞাসা করিতে সাধ হয়, একি সত্য? সত্য হউক, মিথ্যা হউক রবীন্দ্রনাথের এ কল্পনা মানুষের হৃদয়ে শাশ্বত সুখের কি এক অজানা আবেগ-হিল্লোল বহাইয়া দেয়। কবির কথা শুনিয়া সন্ধ্যার আঁধারে ক্ষণতরে মনে হয় আমাদেরও হয়তো কত "একটী কথা" "একটী হাসি", কত "একটী মুখের ছায়া" আঁধারে বিশ্বের এই নিকটে ওই দূরে দূরে "ভাঙাচোরা জগতের প্রায়" ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

তারার আলোকে অতীত যুগের [illegible] প্রিয়মুখের সৌন্দর্য্যের আভা জাগাইয়া দেয়,—বিশ্বের অনাহত[illegible] কত ভুলে যাওয়া প্রিয়কণ্ঠের রাগিনী বাজিয়া উঠে।

অতিথি।

হে দয়াল গৃহস্বামি,
উদাস অতিথি আমি
দাঁড়াইয়া দ্বারে ;
ঐ ভানু অস্ত যায়,
অবসন্ন মনকায়।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভারে।
ত্বরায় আসিবে নিশি
আঁধারিয়া দশদিশি।
ঘন ঘনাকারে,
দেখিতে পাব না পথ,
পূরিবে না মনোরথ
সে ঘোর আঁধারে।
তাই দিবা অবসানে,
ল'য়ে ক্ষুদ্র আশা প্রাণে,
ডাকি হে তোমারে।
পূরাও মনের আশ,
দিয়া অন্ন জল বাস,
আছি অনাহারে।

নাহি চা[illegible] ধন,
নাহি [illegible]কিঞ্চন,
[illegible] অন্নাধারে
(ঘেঁট কর মুষ্টি অন্ন
প্রয়োজন, তার(ই) জন্ম
অতিথি দুয়ারে।

শ্রীবনবিহারী চক্রবর্ত্তী

গৃহলক্ষ্মী!

[গল্প—(১)]

অনন্ত সুনীল আকাশ, তন্মধ্য স্থলে বিরাজিত উজ্জ্বল, বিমল. পূর্ণ শশধর—তার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য জ্যোতিঃমালা;—এরূপ চন্দ্র লোকের আদর পাইবে না কেন? সন্ধ্যার শিশিরসিক্ত শশী যখন জ্যোৎস্নার ওড়না খানি গায়ে দিয়া মধুর অধরে মোহন হাসি হাসিয়া নির্ম্মল বিমানের গায়ে ঢলিয়া পড়ে, তখন তাহাকে দেখিয়া মন উৎফুল্ল হইবে না কেন?—সেইরূপ আমাদের ও শিশির কুমার। বিদ্যায় তাহার সমতুল কেহই ছিল না; বীণাপাণি স্নেহ বশতঃ তাঁহার সাধের স্বর্ণ পদ্মটী শিশিরের মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন; রূপে তাহার আর দ্বিতীয় ছিল না—চন্দ্র যেন তাহা দেখিয়া শিশিরের মুখে তাঁহার হাসিটী দিয়াছিলেন; কুবের তাহার ভুবন মোহন রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অতুল বিভবের অধিকারি করিয়াছিলেন। তাতে আবার শিশির পিতার একমাত্র পুত্র। এ হেন শিশিরকে দেখিয়া লোকের মন মুগ্ধ হইবে না কেন?

ঘন কণ্টকাকীর্ণ অগম্য স্থানে [illegible] টী বনযূথিকা প্রস্ফুটিত হয়, মলয় সমীর যদি চতুর্দ্দিকস্থ [illegible] সৌরভ ছড়াইয়া ফেলে —তবে কি সেই পুষ্পটীকে গৃহে আনিতে ইচ্ছা হয় [illegible] গভীর নিশীথে যখন কল্লোলিনী কুলু কুলু স্বরে গান গাহিয়া তরঙ্গ ভঙ্গে দুলিয়া দুলিয়া, মলয় বায়ুর ভরে নাচিয়া নাচিয়া আপন মনে ছুটিয়া যায়—তখন কি সেই স্বরকে হৃদয়ে ধরিতে ইচ্ছা হয় না? আমাদের সুহাস ছিল ঠিক সেইরূপ। সুহাসের বয়স এখন দশ—দরিদ্র পিতার দরিদ্র কন্যা; বন যূথিকার ন্যায় কণ্টকই তাহার আভরণ, পিতার ভগ্নকুটীরে মার্জ্জিত স্বর্ণের ন্যায় দিন দিন তাহার সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতেছিল। সুহাসকে স্নেহ করে না, সুহাসকে দেখিতে চায় না, সুহাসের সৌন্দর্য্যের কথা কয় না—এমন লোক গ্রামে ছিল না বলিলেই হয়।

একদিন শিশিরের পিতা কথায় কথায় বলিয়াছিলেন—"যদি ছেলের বিবাহ দিই, তবে সুহাসের মত মেয়েকে ঘরে আনিব।" ক্রমে ক্রমে এই কথা অতিরঞ্জিত হইয়া সুহাসের পিতার কর্ণে উঠিল। হরিহর আসিয়া বলিল—"বলি মিত্রজা তোমার বরাৎ ভাল।" মিত্রজা অবাক! মুগ্ধ ভাবে হাসিয়া বলিল—"ব্যাপার খানা কি?" হরিহর বলিয়া উঠিল "আরে তাও জান না, তারাপদ বাবু ব'ল্লেন শিশিরের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিবাহ দিবেন।" মিত্রজা হাসিয়া বলিল —"বলি ভায়া কি স্বপ্ন দেখছ নাকি?"

হরিহর ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"একথা তারাপদ বাবু আমাদের সাম্নে ব'লেছেন—পরে দেখে নিও"—এই বলিয়া হরিহর চলিয়া গেল।

সুহাসের পিতা মিত্রজার বয়স পঁয়ত্রিশ কিংবা চল্লিশের অধিক হইবে না। এই অল্প বয়সেই দুঃখে তাঁহার শরীর শীর্ণ, সংসার-চিন্তায়

মুখ বিবর্ণ। মস্তকের কেশগুলি অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া ... চক্ষু ... ধারে ... বহিতে লাগিল; তিনি মনে মনে ... ভগবানকে কহিলেন—"ভগবন্‌, আমার সুহাসের কি এমন ভাগ্য হইবে?"

(২)

মিত্রজা তাঁহার জীর্ণ কুটীরে গৃহিনীর সহিত ইহার আলোচনা করিতেছেন এমন সময়ে হাসিতে হাসিতে কোথা হইতে সুহাস তথায় উপস্থিত হইল। সুহাসের হস্তে খান কতক চিত্র পুস্তক, কতকগুলি খেলনা ও কয়েকটী কাচের পুতুল। মিত্র গৃহিনী সুহাসের হস্তে এই সব দ্রব্য দেখিয়া কহিল "সুহাস। এ সব কোথায় পেলি রে?" সুহাস হাসিতে হাসিতে কহিল "মা। আজ শিশির দাদা কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন—তিনি আমার জন্য এসব আনিয়াছেন।" গৃহিনী একবার মিত্রজার দিকে দৃষ্টিপাত করিল—মিত্রজার একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত দুইটী তপ্ত অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল। সুহাসের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না, সে মাতার দিকে পুস্তকগুলি দেখাইয়া কহিল—"মা গত বারে শিশিরদাদার কাছে নলীর চেয়ে ভাল পড়া ব'লতে পেরে ছিলুম বলে শিশির দাদা আমাকে এই সব "প্রাইজ" দিয়াছেন। মা! তোমার সেই ছেঁড়া কাপড়টা নেব?—পুতুলের জামা করিয়ে দিব।" মাতা সম্মতি দিলেন—সুহাস গৃহ হইতে বহির্গত হইল।

মাতা পিতা উভয়েই নীরব। বহুক্ষণ এই ভাবে কাটিয়া গেল। মিত্রজা যেন চিন্তারাজ্যের বহুদূরে ভ্রমণ করিতেছেন। মিত্রগৃহিনী শেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "তুমি কি ভাব আমাদের সুহাসের এমন ভাগ্য হবে?" মিত্রজার চিন্তায় বাধা পড়িল—তিনি স্বপ্ন-চকিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"বোধ হয় আমাদের ন্যায় দারিদ্র্যকে লাঞ্ছনা দিবার নিমিত্ত ইহা ভগবানের এক লীলা।" গৃহিনী একথায়

বাধা দিয়া বলিল—"না না, তা ... দের সুহাসের মত মেয়ে বলতে নেই—আর কয়জন আছে ... মেয়েকে নেবে নাত— কি ও পাড়ার হাবাকে নেবে? ... ার ঠিক যেন ... ী—তাতে আবার লেখাপড়া জানে; শান্ত শিষ্ট এমন মেয়ে প... য়।"

(৩)

পৃথিবীতে আশার তুল্য আর কিছুই নাই; আ... পব রদ্ধ ও দারাপুত্র বিসর্জ্জন দিযাও সুখী হইবার আশা কবে, ... শোক ভুলিয়া যাইতে ইচ্ছা করে; দণ্ডিত ব্যক্তি ফাঁসি কাঠে গলা দিয়াও বাঁচিবার আশা রাখে। জগৎ আশাময়, আশার ক্রীড়ার পুত্তলি মাত্র! প্রথমে মিত্রজার এ কথায বড় আস্থা হইত না; দারিদ্র্য তাঁহার আশাকে লাঞ্ছনা দিয়া তাড়াইয়া দিত, কিন্তু শেষে আশাকে নির্লজ্জা দেখিয়া দারিদ্র্য নিরস্ত হইল। ক্রমে মিত্রজাব এ কথায় বিশেষ আস্থা জন্মিল—কিন্তু এ বিষয়ের উত্থাপন করিতে তাঁহার সাহস হইত না।

একদিন মিত্র গৃহিণী মিত্রজাকে বলিলাম--"মেয়েও দিন দিন বড় হইতে চলিল, এদিককাব কি কবিতেছ?"

মিত্রজা বলিলেন—"দেখি একটী ভাল পাত্র পেলেই মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিই।" মিত্রগৃহিনী ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"কতবার ব'লতে হবে?" মিত্রজা অধিকতর আশ্চয্যান্বিত হইয়া বলিলেন— "কই আমায়ও কিছুই বল নাই!" তখন গৃহিনী তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"শিশিরের কথা ভুলেছ না কি?" মিত্রজা কি কি উত্তর দিবেন তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না। এই অবসরে গৃহিনী বলিলেন— "যাও তারাপদ বাবুর কাছে গিয়ে সব ঠিক ক'রে এস; ব'সে মুখের দিকে চেয়ে ভাব্‌ছ কি? যাও, চলে যাও।" বৃদ্ধ তখন কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন—"কোথায় যাব? ও সব দুবাশা ত্যাগ কব।" গৃহিণী আবার তর্জ্জন করিয়া কহিলেন—"ওসব শুনতে চাই

না, তুও' ' পার কি ? ... না। এই তোমার ছাতা চাঁদর ....।"

মিত্র ... হইয়া গৃহ হইতে বাহির হ ...। ছাতা ও চাদর হাতে করিয়াই তিনি একেবারে তারাপদ বাবুর বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। তারাপদ বাবু তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—"কিহে মিত্রজা কোথা থেকে ?" তখন মিত্রজার চেতন হইল। তিনি চাহিয়া দেখেন তিনি তারাপদ বাবুর বৈঠকখানায় কি যে উত্তর দিবেন কিছুরই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে তারাপদ বাবুর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন—"আপনার পুত্রের সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিন।" তারাপদ বাবুও অবাক। তিনি কবে ঠাট্টা করিয়া কি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই কথার উপর লোকে আবার আস্থা স্থাপন করে। তিনি বলিলেন—সে কি হয় মিত্রজা। আমি যে রামধন বাবুকে কথা দিয়াছি।' রামধন বাবু সাত পাড়ার জমীদার, অতুল ঐশ্বর্য কন্যাই একমাত্র অধিকারিণী। মিত্রজা বুঝিলেন আজ তাঁর অর্থ নাই বলিয়া তিনি অপমানিত। হায় অর্থ। তুমি কি না কর ? কাহাকেও বা তুমি সুখ দাও, আর কাহারও বা সুখ হরণ কর। তোমার মায়া বুঝে কে ? মিত্রজা বলিলেন—"তারাপদ বাবু! বৃদ্ধকে অপমান থেকে রক্ষা করুণ—আর আমার অন্য উপায় নাই; অকূল দারিদ্য সাগরের মধ্যে একটী মাত্র কুটী আশ্রয় করিয়া আছি—সেটুকু হাত হইতে ছাড়াইয়া লইও না! আমার কুল-মর্য্যাদা রক্ষা কর।"—তারাপদ বাবু অচঞ্চল। অর্থের প্রতি তাঁর বড়ই পন। পুত্র অতুল বিভব সম্পদের অধিকারী হইবে—এ আশা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধ মূল ছিল। তিনি বলিলেন,—"কি ক'রব ? আমার কোন হাত নাই। বৃদ্ধ মিত্রজা কাঁদিতে কাঁদিতে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সেদিন হইতে সুহাসের সহিত শিশিরের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ হইল। (ক্রমশঃ)

সাহায্য [illegible])।

শ্রীসুনীতি কুমার পাল এম্ [illegible]

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী [illegible]

শ্রীকালীচরণ কুকণ ॥০ ;

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু ১৲ ;

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মান্না ॥০ ;

[illegible] ক্রমশঃ)

পুস্তক প্রাপ্তি স্বীকার।

জাহ্নবী। - শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি সম্পাদিত। সচিত্র মাসিক পত্রিকা। বার্ষিক ২৸০, প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—২০২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রভাত —শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মিত্র বি-এ, সম্পাদিত। মূল্য সহরে ১৲ মফস্বলে ১।৵০ আনা। প্রতি সংখ্যা ৴০ আনা। কার্য্যালয়—৭৭।৫ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মানস-প্রসন —শ্রীবনবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ২নং মুসলমান পাড়া লেন, কলিকাতা।

চারখানি পুস্তিকা।— শ্রমজীবিদিগের শিক্ষা; কর্ম্মযোগী শশীপদ; কি চাই? Elevation of the masses and the depressed classes. ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (দেবালয় কার্য্যালয়)

ম্যানেজার—শ্রীজীতেন্দ্র লাল সরকার।

প্রকাশক :—শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চৌধুরী—স্কটিশ চার্চ্চেস্ কলেজ প্রথম বার্ষিক শ্রেণী।

কলিকাতা—১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, বিষ্ণু-প্রেস হইতে শ্রীবিষ্ণু পদ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।